লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

Fortnightly The Ahmadi

Since 1922

নব পর্যায় ৮৩ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ৯ জিলহজ্জ, ১৪৪১ হিজরি | ৩১ ওফা, ১৩৯৯ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০২০ ঈসাব্দ

The Darus Salaam Mosque (Abode of Peace) Inaugurated on 23rd February 2020 in Southall, London

কুরবানীর বিষয়ে
হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি ফতোয়া

❍ ***প্রশ্ন:*** এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, আমি কুরবানীর উদ্দেশ্যে কিছু টাকা জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আহমদীয়াতের কারনে আমাকে বয়কট করেছে। আমি সেই টাকা কাদিয়ানের মিসকিন ফাণ্ডে দিলে তা আমার কুরবানী বলে বিবেচিত হবে কি?

উত্তর: কুরবানীর পুণ্য কুরবানীর মাধ্যমেই লাভ হয়। মিসকিন ফাণ্ডে টাকা দিয়ে কুরবানীর পুণ্য লাভ করা সম্ভব না। অতএব সেই টাকা দিয়ে যদি একটা ছাগল ক্রয় করা সম্ভব হয় তবে তাই করো। আর তা-ও যদি সম্ভব না হয় তাহলে তোমার জন্য কুরবানী ফরজ নয়। *(বদর পত্রিকা, নং: ৭, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭, পৃ.৮)*

❍ ***প্রশ্ন:*** কুরবানীর খাশি বা ছাগলের বয়স কত হওয়া বাঞ্চনীয়?

উত্তর: আহলে হাদীস এবং হানাফীদের মাঝে এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। মৌলভী (হেকিম নুরুদ্দীন) সাহেবের গবেষণা অনুযায়ী আহলে হাদীসের মতে দুই বছরের কম বয়সী ছাগল কুরবানীর জন্য বৈধ নয়। *(বদর পত্রিকা, নং: ৩, খণ্ড ৭, ২৩ জানুয়ারী ১৯০৮)*

❍ ***প্রশ্ন:*** কুরবানীর জন্য বৈধ -এমন পশু যদি না পাওয়া যায় তাহলে ত্রুটিপূর্ণ পশু কুরবানী করা যাবে কি?

উত্তর: অপারগতার ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু বর্তমান যুগে এমন অপারগতা তো নেই। তাই অযথা বাহানা খুঁজা ঠিক না। *(বদর পত্রিকা, নং: ৩, খণ্ড ৭, ২৩ জানুয়ারী ১৯০৮, পৃষ্ঠা: ২)*

❍ ***প্রশ্ন:*** মিয়া ইসলামইল সাহেব লিখিতভাবে প্রশ্ন করেন যে, কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে দেয়া যাবে কি?

উত্তর: সাদকা মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেয়া যায়। অভাবি মিসকিন যদি কাফেরও হয় তবুও তাকে সাদকা দেয়া বৈধ। সামাজিক সম্প্রীতির উদ্দেশ্যেও অমুসলিমকে দাওয়াত দেয়া বৈধ। *(বদর পত্রিকা, নং: ১, ষষ্ঠ খণ্ড, ১০ জানুয়ারী ১৯০৭, পৃষ্ঠা: ১৮)*

❍ ***প্রশ্ন:*** এক ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন যে, আমরা যদি অল্প অল্প করে পয়সা জড় করে অআহমদীদের সাথে একত্রে কোন পশু যেমন গরু ইত্যাদি কুরবানী করি -এটি কি বৈধ হবে?

উত্তর: তোমাদের এমন কি অপারগতা দেখা দিয়েছে, যার কারণে তোমরা অন্যদের সাথে মিলতে চাও? তোমাদের জন্য কুরবানী দেয়া যদি ফরয বা আবশ্যক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে একটা ছাগল জবাই দিয়ে দিতে পার। আর এরও যদি সামর্থ না থাকে তাহলে তোমাদের জন্য কুরবানী করা তো বাধ্যতামূলক নয়। অন্যরা যারা তোমাদেরকে নিজেদের মাঝ থেকে বের করে দেয় উপরন্তু কাফের আখ্যা দেয়, আবার তারা তোমাদের সাথে মিলতেও চায় না। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে মিলিত হবার তোমাদের প্রয়োজনটা কিসের? আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখো। *(বদর পত্রিকা, নং: ৭, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭, পৃষ্ঠা: ৮)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

❍ ***প্রশ্ন:*** এক ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন, আমাদের শহরে সর্বেশ্বরবাদী ফির্কার অনেক লোক আছে। তারা বাজারে অনেক কুরবানী করে থাকে। তাদের জবাইকরা পশু-পাখি খাওয়া যাবে কি?

উত্তর: যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না। মোটের ওপর মুশরিক অথবা কপটের কুরবানী পরিহার করুন। কিন্তু অধিক খুঁটে খুঁটে দেখা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে জবাই করা হলে এবং ইসলামী রীতি-নীতি যদি দৃষ্টিতে রাখা হয়, তবে এমন সব জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ। *(বদর পত্রিকা, নং ২৭, তৃতীয় খণ্ড, ১৬ জুলাই ১৯০৪, পৃষ্ঠা ৪)*

ভাষান্তর:
শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
মুরব্বি সিলসিলাহ

সম্পাদকীয়

কুরবানী:
আল্লাহ্‌র সমীপে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণের মাঝেই জীবনের স্বার্থকতা

কুরবানী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামী শরীয়তের মাঝে বহুবিধ আহকাম ও অনুশাসনের দৃষ্টান্ত ও নমুনা রেখেছেন। সুতরাং মানুষের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, সে যেন তার সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা এবং অস্তিত্বসহ খোদা তা'লার পথে উৎসর্গীকৃত হয়। অতএব বাহ্যিক কুরবানীগুলোকে উক্ত নির্দেশকৃত অবস্থার জন্য নমুনা বা প্রতীকস্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'লাইঁ ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়া লা দিমাউহা ওয়া লাকিইঁ ইয়ানালুহুত্ তাক্‌ওয়া মিনকুম।'** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কুরবানীগুলোর মাংস পৌঁছে না এবং সেগুলোর রক্তও পৌঁছে না। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে থাকে *(সূরা আল হাজ্ব: ৩৮)*। অর্থাৎ তাঁকে এত ভয় কর যেন তাঁর পথে মৃত্যুই বরণ কর এবং তোমরা যেমন নিজ হাতে কুরবানীর পশু জবাই করে থাক, তেমনি ধারায় তোমরাও খোদার পথে জবাই হয়ে যাও।

ঈদুল আযহা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরা (রা.)-কে পানি বিহীন শুস্ক এক মরুভূমিতে ছেড়ে আসলেন (১৪: ৩৮) তখন যদিও তিনি স্বয়ং সেই মরুভূমি থেকে বাইরে চলে গেলেন কিন্তু তাঁর কুরবানী ছিল এই– তিনি নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে আলাদা রেখে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের স্বামীর পৃথক হওয়ার কারণে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন। আর কাতর চিত্তে নিজের পুত্রের কষ্ট দেখেছিলেন এবং পুত্রের কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের ইচ্ছায় এমন এক মরুভূমিতে বসবাস করলেন যেখানে অনেক দূর-দুরান্তেও মানুষ দেখা যেত না। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট কেবল একাই সহ্য করেন নি বরং মা-বাবার কষ্টও নিজ চোখে দেখেছেন। অতএব সেই কুরবানী কোন একক ব্যক্তির ছিল না। হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত হাজেরা (রা.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে পানি শূন্য এক মরুভূমিতে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের সবাইকে এক কুরবানী করতে হয়েছিল। যখন কোন তাকওয়া এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে, তখন প্রতীয়মান হবে যে, তা এখনও অপূর্ণ।

কুরবানী যে করে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন। সে আল্লাহ্ তা'লার 'অলী' (বন্ধু) হয়ে যায়। তারপর তাকে 'প্রেম-প্রকাশক' করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে **'উবুদিয়্যত'** দেন। এ মাকামে পৌঁছলে পরে অনন্ত উন্নতির দ্বার খুলে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, **'আস্‌লিম'** (আত্মসমর্পন কর)। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, **'আসলামতু লি রাব্বিল আলামীন'** (আমি সর্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম)।

যাহোক **'উবুদিয়্যত'**-এর এ সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়ার পর এতে **'ইসমাত'** (নিষ্পাপ অবস্থা) জন্মে এবং খোদা তা'লা এরূপ ব্যক্তিকে তবলীগ করার সুযোগ দেন। তারপর, তার এক প্রকার ধাত (স্বভাজাত চরিত্র) হয়ে পড়ে। কেউ মানুক আর না মানুক তার মধ্যে এক প্রকার সহমর্মিতা জন্মে এবং হৃদয়গ্রাহী প্রত্যক্ষ বাক্য দ্বারা সে লোককে সৎকাজের উপদেশ দিতে থাকে। তারপর যথাসময়ে প্রত্যাদেশ হয় যে, লোকের নিকট 'এরূপ বলে' তবলীগ কর, এতে ব্যক্তি যত উন্নতি করতে থাকে, খোদার অনুগ্রহও বাড়ে এবং মর্যাদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতেই থাকে। কুরবানীর এ দৃশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য তৃপ্তিদায়ক অত্যন্ত কল্যাণকর।

এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেকের নিজ নিজ আমল (কর্ম) যাচাই করে সব বিষয়ই খতিয়ে দেখা উচিত যে, সত্য মানার কারণে তাকে বর্জন করা হয়েছে কিনা? যদি তা করা হয়ে থাকে, তবে সে ধন্য।

ত্রুটিযুক্ত কুরবানী, কোন কুরবানীই নয়। কুরবানীর পশুতে কোন প্রকার খুঁত যেন না থাকে। শিং কাটা, কান কাটা পশুতে কুরবানী হয় না। কুরবানীর আধ্যাত্মিক ইবাদতে রয়েছে তিনটি অনুসঙ্গ– (১) ইস্তেগফার, (২) দোয়া ও (৩) সৎ-সঙ্গ। তাই সাধুসঙ্গ লাভে সদা চেষ্টা করা উচিত।

প্রকৃতই আজ প্রত্যেক মুসলমান যদি এ অর্থে ঈদ পালন করতে থাকে আর দুম্বা-ছাগল ইত্যাদি পশু কুরবানীর সাথে সাথে নিজেদের আর নিজেদের সন্তান সন্ততির কুরবানী পেশ করতে থাকে তাহলে বিশ্বের কোন শক্তি তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সকরুণ নিবেদন, আমাদের মত দুর্বল বান্দাদের তিনি নিজ অনুগ্রহে মহান সেই কুরবানীর আদর্শ ধারণের তৌফিক দান করুন। আমীন!

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে
পাঠক ও সুভানুধ্যায়ীদের জানাই
আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ
ঈদ মোবারক

সূচিপত্রে

১৫ ও ৩১ জুলাই ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১ জুন ২০১৮ মোতাবেক ১ এহসান ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** **মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ** ৬

ঈদুল আযহার খুতবা ১৪
সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.), ৭ নভেম্বর ২০১১ মোতাবেক ৭ নবুওয়্যত ১৩৯০ হিজরী শামসি, বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদ লন্ডন

ইসলাম-ই শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম ১৯
ব্রিটিশ হাউসেস অফ পার্লামেন্ট, লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ২০১৩

কবিতা: ২৩
মদিনার পথে
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা– ২৪
বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুতর ইস্যু
ডাচ জাতীয় পার্লামেন্ট, বিনেনহফ, দি হেগ, নেদারল্যান্ডস্, ২০১৫

বিদেশে পড়ালেখা ও উচ্চতর ডিগ্রি ২৮
বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা
ড. শাহ মাহমুদ রায়হান

কোভিড-১৯ মানবের প্রতি ঐশী ক্রোধের ৩০
বহিঃপ্রকাশ বলেই প্রতীতী জন্মে
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয় ৩৫
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৩৬

রিশতানাতা বিষয়ক জরুরী সার্কুলার ৩৭

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা বিভাগের ৩৮
ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম

সংবাদ ৩৯

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে ৪০
বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন
www.theahmadi.org
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ۙ﴿۱۰۱﴾

১০১। আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে কাফিরদের একেবারে সামনে নিয়ে আসব[১৭৩৪-ক],

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿۱۰۲﴾

১০২। যাদের চোখ আমার 'যিক্‌র'[১৭৩৪-খ] থেকে (উদাসীনতার) পর্দায় (ঢাকা) ছিল এবং তারা শোনারও ক্ষমতা রাখত না।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿۱۰۳﴾

১০৩। অতএব যারা অস্বীকার করেছে তারা কি মনে করে, তারা আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারবে? আমরা নিশ্চয় কাফিরদের জন্য আপ্যায়নরূপে জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿۱۰۴﴾ؕ

১০৪। তুমি বল, 'কাজের ক্ষেত্রে তাদের (মাঝ থেকে) সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে আমরা কি তোমাদের অবগত করব?

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿۱۰۵﴾

১০৫। (এরা হল তারা) যাদের সব চেষ্টাপ্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের অন্বেষণে হারিয়ে গেছে[১৭৩৫] এবং তারা মনে করে, তারা শিল্পকর্মে উৎকর্ষ দেখাচ্ছে।'

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿۱۰۶﴾

১০৬। এরাই সেসব লোক, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টিকে) অস্বীকার করেছে। অতএব এদের সব কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং কিয়ামত দিবসে এদেরকে আমরা কোন গুরুত্ব দিব না।

১৭৩৪-ক। ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা ঐশী শাস্তি যা– ইয়া'জূজ-মাজূজের ওপর নেমে আসবে তার জন্য সূরা আর রহমান দেখুন।

১৭৩৪-খ। যিক্‌র দ্বারা কুরআন করীম বুঝায়।

১৭৩৫। এই সকল লোকের দৈহিক আরাম এবং পার্থিব স্বার্থই হল জীবনের মূল লক্ষ্য। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'লার জন্য কোন ঠাঁই নাই।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক সামর্থ্যবান পরিবারের প্রতি বছরই কুরবানী করা উচিত

❍ মহানবী (সা.) বলেছেন, **"হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক।"** *(আবু দাউদ ও নাসায়ী)*

❍ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করে নি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে।"** *(ইবনে মাজাহ)*

❍ হযরত আনাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এক ঈদে ধূসর রঙের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি এদেরকে আপন হাতে জবাই করলেন এবং (যবাই করার সময়) **'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর'** বললেন। আনাস (রা.) বলেন, **"আমি তাঁকে (যবাই করার সময়ে) তাদের পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে দেখেছি এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি।"** *(মুত্তাফিকুন আলায়হে)*

❍ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বণ্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বণ্টনের পর একটি এক বছর বয়সী বাচ্চা ছাগল বাকী থাকল। তিনি তা মহানবী (সা.)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর বললেন, **"তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর।"** অপর বর্ণনা মতে, আমি বললাম, **"হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকল।"** হুযূর (সা.) বললেন, **"তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর।"** *(মুত্তাফিকুন আলায়হে)*

❍ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, **"নবী করীম (সা.) ঈদগাহেই যবাই করতেন।"** *(বুখারী)*

❍ হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: **"যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম-দশক আসে, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের চুল ও চামড়া কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)।"** অপর বর্ণনায় আছে, **"সে যেন কোন চুল-দাঁড়ি না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাঁটে।"** আরেক বর্ণনায় রয়েছে, **"যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাঁটে।"** *(মুসলিম)*

❍ হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, **"আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পেছনের দিকে কুঁকড়ে গেছে।"** *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।*

❍ হযরত আলী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নিষেধ করেছেন যে, **"আমরা যেন শিং ভাঙা ও কান কাটা পশু কুরবানী না করি।"** *(ইবনে মাজাহ্‌)*

❍ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, **"মহানবী (সা.) এমন শিংওয়ালা, খুব বলবান দুম্বা কুরবানী করতেন যার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো** (আরবে এরূপ দুম্বাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়)।" *(তিরমিযী, আবু দাউদ নিসায়ী ও ইবনে মাজাহ্‌)*

❍ বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে' থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলতেন, **"ছয় মাসের পূর্ণ ভেড়া এক বছরের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে।"** *(আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্‌)*

❍ হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, **"হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরবানী কী?"** হুযূর উত্তর করলেন, **"তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত (নিয়ম)।"** তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, **"এতে আমাদের কি (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)!"** হুযূর (সা.) বললেন, **"কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে।"** তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, **"হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পশমওয়ালা পশুদের ক্ষেত্রে কি হবে?** (এদের পশম তো অনেক বেশী)।" হুযূর (সা.) বললেন, **"পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে।"** *(আহমদ ও ইবনে মাজাহ্‌)*

অমৃতবাণী

একজন প্রকৃত খোদা-প্রেমিক তার অন্তরাত্মাকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

–হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আর একটি উপাসনার নাম হচ্ছে হজ্জ। ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে– এটা ঠিক নয়। আল্লাহ্ হজ্জের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ-যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, যেন সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়। একজন প্রকৃত-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ তারই প্রকাশ্যরূপ।" *(১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)*

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে, এই মাস 'ত্যাগের মাস' বলে পরিচিত। মহানবী (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তোমরা যেমনভাবে ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত-সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের-আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, তা প্রকৃত কুরবানী নয় বরং কুরবানীর খোলস মাত্র। তা আত্মা নয়, দেহ মাত্র।" *(মলফূযাত, ২য় খণ্ড)*

"কাবাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের পরিধেয় সাধারণ কাপড় পরিত্যাগ করে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে উপস্থিত হয়। কারণ তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে কাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী বিধানে হজ্জের প্রকৃত অর্থ এটাই।"

"কাবাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের পরিধেয় সাধারণ কাপড় পরিত্যাগ করে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে উপস্থিত হয়। কারণ তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে কাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী বিধানে হজ্জের প্রকৃত অর্থ এটাই।" *('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)*

"এবং যারা হজ্জব্রত পালনে ব্রতী হয় তাদের স্মরণ রাখা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক কর্ম আধ্যাত্মিক হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অতএব তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন, অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কাবাগৃহে গমন করে যেন লোকে তাদের হাজী বলে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহীত হয় না, কেননা তা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র।" *(১৯০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা, রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)*

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-‘গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১ জুন ২০১৮, মোতাবেক ১ এহসান ১৩৯৭ হিজরী শামসী’র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত উক্কাশা বিন মিহসান (রা.)। হযরত উক্কাশা বিন মিহসান (রা.)-কে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণনা করা হয়। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন তার তরবারি ভেঙে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাকে একটি কাঠের টুকরা দেন যা তাঁর হাতে অনেক ধারল এবং নিখাঁদ লোহার তরবারির ন্যায় হয়ে যায় আর তিনি সেটি দিয়েই যুদ্ধ করেন, এমন কি আল্লাহ্ তা’লা বিজয় দান করেন। পরবর্তীতে এই তরবারি নিয়েই তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন আর এই কাঠের তরবারিটি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। সেই তরবারির নাম ছিল ‘অওন’। মহানবী (সা.) তাঁকে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫, উক্কাশা বিন মিহসান, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ, ১৯৯৬ সালে বৈরুতে মুদ্রিত)*

বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, আরবের সর্বোত্তম অশ্বারোহী আমাদের সাথে আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি কে? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, উক্কাশা বিন মিহসান। *(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৩৫, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ, বায়রুত থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমার উম্মত থেকে একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার আর তাদের চেহারা পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত উক্কাশা বিন মিহসান (রা.) তখন নিজের চাদর উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। এরপর আনসারদের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'সাবাকাকা বেহা উক্কাশা' অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে উক্কাশা তোমার অগ্রণী। *(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব: আদ দালিলু আলা দুখুলি তাওয়ায়িফি মিনাল মুসলিমিনাল জান্নাতা বেগাইরি হিসাবিন ওয়ালা আযাবিন, হাদীস নং ৩৬৯)*

এই ঘটনাটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তার সীরাত গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর মজলিসে এই কথার উল্লেখ হয়। তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তারা এমন ঐশী মর্যাদায় উপনীত থাকবে আর তাদের জন্য ঐশী দয়া ও কৃপা এত বেশি উদ্বেলিত হবে যে, তাদের কোন প্রকার হিসাবের প্রয়োজন হবে না। তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, তাদের চেহারা কেয়ামতের দিন এমনভাবে ঝলমল করবে যেভাবে চতুর্দশী চাঁদ আকাশে ঝলমল করে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই পুরো ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেন, হযরত উক্কাশা বলেন, আমার জন্য দোয়া করুন আর তিনি (সা.) দোয়া করেন যেন তাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ তিনি (রা.) খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এবং এর বিশ্লেষণও করেছেন। তিনি (রা.) লিখেন, এটি বাহ্যত মহানবী (সা.)-এর মজলিসের ছোট একটি ঘটনা হলেও এর মাঝে গুপ্ত রয়েছে তত্ত্বজ্ঞানের এক ভাণ্ডার। **প্রথমত,** এখান থেকে এটি জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এত বেশি দয়া ও কৃপা রয়েছে আর মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ এত উন্নত পর্যায়ের যে, তাঁর উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক এমন হবেন যারা নিজেদের উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং খোদা তা'লা বিশেষ দয়া ও কৃপার কারণে কিয়ামত দিবসে হিসাবনিকাশের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। (সত্তর হাজার বলতে এ অর্থও ধরা হয় যে, এটি একটি বড় সংখ্যা হবে)। **দ্বিতীয়ত,** এ থেকে এ বিষয়টিও জানা যায় যে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এত নৈকট্যের অধিকারী যে, তাঁর ঐশী মনোযোগের ফলে আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষনাৎ কাশফ বা ইলকার মাধ্যমে তাঁকে এই জ্ঞান দান করেন যে, উক্কাশা (রা.)ও সেই সত্তর হাজারের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে আর এটিও হতে পারে যে, উক্কাশা (রা.) ইতোপূর্বে এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না কিন্তু তাঁর (সা.) দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এই সম্মান দান করেছেন। **তৃতীয়ত,** এই ঘটনা থেকে এটিও জানা যায় যে, মহানবী (সা.) খোদা তা'লার সম্মানের প্রতি এত বেশি দৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি তাঁর উম্মতের মাঝে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অর্থাৎ আমলকে এত বেশি উন্নতি দিতে চেয়েছিলেন যে, উক্কাশা (রা.)-এর পর দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে একই ধরনের দোয়ার অনুরোধ করলে তিনি পবিত্র দলভুক্ত লোকদের অর্জিত এই ঐশী মর্যাদা লাভের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে একক ব্যক্তির জন্য আরও দোয়া করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি তাকওয়া, ঈমান এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করার প্রত্যেক মুসলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, এদিকে দৃষ্টি থাকলে তোমরা এই মর্যাদা লাভ করতে পারবে। **চতুর্থত,** এর ফলে মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ ও উন্নত চরিত্রের বিষয়টিও অসাধারণভাবে ফুঁটে ওঠে । কেননা তিনি (সা.) এমনভাবে অস্বীকার করেন নি যার ফলে দোয়াপ্রার্থী সেই আনসারীর মন ভেঙে যায় বরং খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে তিনি (সা.) বিষয়টি এড়িয়ে যান। *[সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, লেখক হযরত মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.), পৃ. ৬৬৭-৬৬৮]*

বিভিন্ন সারিয়া [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অংশগ্রহণ না করা যুদ্ধ বা অভিযান] বা যুদ্ধে যেসব বাহিনী প্রেরণ করা হত সেগুলোর সেনাপতি হিসেবে মহানবী (সা.) হযরত উক্কাশাকে প্রেরণ করেছেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত উক্কাশা (রা.)কে ৪০জন মুসলমানের প্রধান হিসেবে বনি আসাদ গোত্রের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। এই গোত্র গামার নামক একটি ঝর্ণার কাছে বসতি স্থাপন করেছিল, যা ছিল মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখী পথে কয়েক দিনের দূরত্বে অবস্থিত। হযরত উক্কাশার দল দ্রুত সফর করে তাদের নিকটে পৌঁছে যায় যেন তাদেরকে ক্ষতিকর কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা যায়। এরপর জানা যায় যে, এই গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে। তখন উক্কাশা এবং তার সহচররা মদীনায় ফিরে আসেন ফলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। *[সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, লেখক হযরত মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.), পৃ. ৬৬৬]*

যদিও আপত্তি করে বলা হয়, মুসলমানদের বিনা কারণে যুদ্ধ করার শখ ছিল। অথচ বিনা কারণে যুদ্ধ করার কোন চেষ্টা তারা করেন নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন সূরা আন নাসর অবতীর্ণ হয় তখন তিনি (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। নামাযের পর তিনি (সা.)

একটি খুতবা প্রদান করেন যা শুনে মানুষ অনেক বেশি কান্নাকাটি করে। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে লোক সকল! আমি কেমন নবী? তখন তারা উত্তরে বলে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আপনি আমাদের জন্য দয়ালু পিতার ন্যায় এবং স্নেহপরায়ণ উপদেশদাতা ভাইয়ের ন্যায়, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর ওহী নিয়ে এসেছেন আর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আমাদেরকে আপনি নিজ প্রভুর পথপানে আহ্বান করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দিন যা তিনি তাঁর নবীদের দান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে মুসলিম দল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও আপন অধিকারের কসম দিয়ে বলছি, আমার পক্ষ থেকে যদি কারো প্রতি কোন অত্যাচার বা অবিচার হয়ে থাকে তাহলে সে উঠে আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক কিন্তু কেউ দাঁড়ায় নি। তিনি (সা.) দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে একই কথা বলেন, কিন্তু কেউ দাঁড়ায় নি। তিনি (সা.) তৃতীয়বার বলেন, হে মুসলিমদের দল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও আপন অধিকারের কসম দিয়ে বলছি, আমার পক্ষ থেকে যদি কারো প্রতি কোন অবিচার বা অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে সে যেন উঠে দাঁড়ায় এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিশোধের পূর্বেই আমার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তখন লোকদের মাঝ থেকে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দাঁড়ান, তার নাম ছিল উক্কাশা (রা.)। তিনি মুসলমানদের ভিড় ঠেলে সামনে যান, এমনকি মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান, যদি আপনি বারবার কসম না দিতেন তাহলে আমি কখনোই উঠে দাঁড়াতাম না। হযরত উক্কাশা (রা.) বলেন, একবার আমি আপনার যুদ্ধসঙ্গী ছিলাম, সেখান থেকে ফেরার পথে আমার উটনী আপনার উটনীর নিকটে চলে আসে তখন আমি আমার বাহন থেকে নেমে আপনার নিকটে আসি যেন আপনার পায়ে চুমু খেতে পারি কিন্তু আপনি আপনার হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন যা আমার পার্শ্বদেশে লাগে। সেই লাঠি আপনি উটনীর গায়ে মেরেছিলেন নাকি আমাকে, তা আমি নিশ্চিত নই। তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপের কসম, খোদার রসূল ইচ্ছাকৃতভাবে কখনোই তোমাকে মারতে পারেন না। এরপর তিনি (সা.) হযরত বেলালকে সম্বোধন করে বলেন, হে বেলাল! ফাতেমার ঘরে যাও আর তার কাছ থেকে সেই লাঠি নিয়ে আস। হযরত বেলাল (রা.) গিয়ে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মানিত কন্যা! আমাকে সেই লাঠি দিন। তখন ফাতেমা (রা.) বলেন, হে বেলাল! আমার পিতা এই লাঠি দিয়ে কী করবেন? এখন তো যুদ্ধ নয় বরং হজ্জের সময়। তখন হযরত বেলাল (রা.) বলেন, হে ফাতেমা! আপনি দেখছি আপনার পিতা রসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কিছুই জানেন না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তো মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আর মানুষকে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বলছেন। তখন হযরত ফাতেমা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে বেলাল! মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে কার মন চাইবে? এরপর তিনি বলেন, হে বেলাল! হাসান এবং হোসেনকে বল, তারা যেন সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বলে আর সেই ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে প্রতিশোধ নিতে না দেয়। এরপর হযরত বেলাল (রা.) মসজিদে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে সেই লাঠি দেন আর তিনি (সা.) সেই লাঠি উক্কাশা (রা.)-এর হাতে ধরিয়ে দেন। এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) উভয়েই দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলেন, হে উক্কাশা! আমরা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কিছু কর না। তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আবু বকর এবং উমর! তোমরা থাম, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের উভয়ের মর্যাদা জানেন। এরপর হযরত আলী (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন, হে উক্কাশা! আমি আমার সারা জীবন মহানবী (সা.)-এর সাথে কাটিয়েছি আর আমার হৃদয় কখনোই এটি সহ্য করতে পারবে না যে, মহানবী (সা.)-কে তুমি আঘাত করবে। অতএব এই আমার শরীর, তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নাও এবং নির্দ্বিধায় তুমি আমাকে শতবার আঘাত কর কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিও না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আলী! বসে যাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমার নিয়্যত এবং মর্যাদা সম্বন্ধে জানেন। এরপর হযরত হাসান (রা.) এবং হোসেন (রা.) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে উক্কাশা! আমরা মহানবী (সা.)-এর নাতি আর আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার মতই। তিনি (সা.) তাদের উভয়কে বলেন, হে আমার প্রিয়রা! বসে যাও। এরপর তিনি (সা.) বলেন, হে উক্কাশা! তুমি আঘাত কর। হযরত উক্কাশা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে যখন আঘাত করেছিলেন তখন আমার পেটের ওপর কাপড় ছিল না। একথা শুনে তিনি (সা.) নিজের পেটের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নেন, এতে মুসলমানরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলে, উক্কাশা কি সত্যি সত্যিই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আঘাত করবে? কিন্তু হযরত উক্কাশা যখন মহানবী (সা.)-এর দেহের শুভ্রতা দেখেন তখন তিনি পাগলপারা হয়ে সামনে এগিয়ে যান এবং তাঁর (সা.) দেহে চুমু খেতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে কার হৃদয় চাইবে? একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি প্রতিশোধ নিবে নাকি ক্ষমা করবে? তখন

হযরত উক্কাশা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এই আশায় ক্ষমা করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করবেন। তখন তিনি (সা.) মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সঙ্গী দেখতে চায় সে যেন এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে নেয়। অতএব মুসলমানরা উঠে দাঁড়িয়ে হযরত উক্কাশা (রা.)-এর মাথায় চুমু দিতে থাকে এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে যে, তুমি অনেক উন্নত মর্যাদা লাভ করেছ এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ লাভ করেছ। *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, অষ্টম খণ্ড, পৃ.৪২৯ থেকে ৪৩১, কিতাব-আলামাতিন নাবুয়্যতঅত, হাদীস নং ১৪২৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত থেকে প্রকাশিত, সন ২০০১)*

অতএব এই ছিলেন হযরত উক্কাশা (রা.)। তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগান, কী জানি আবার কখনো এ সুযোগ পাওয়া যায় কিনা, মহানবী (সা.) তো নিজ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিচ্ছেন তাই তিনি ভাবলেন, এটিই সুযোগ, জীবিত থাকতেই তাঁর (সা.) দেহকে শুধুমাত্র চুমুই খাব না বরং আদরও করব।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের সাথে হযরত উক্কাশা (রা.) মুরতাদদের শায়েস্তা করার জন্য রওয়ানা হন, ঈসা বিন উমায়লা নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মানুষের মোকাবিলায় রওয়ানা হওয়ার সময় যদি আযান শুনতেন তখন আক্রমন করতেন না কিন্তু যদি আযান না শুনতেন তাহলে আক্রমন করতেন। তিনি (রা.) যখন সেই জাতির কাছে পৌঁছেন যারা বাযাহা নামক স্থানে ছিল, তখন তিনি হযরত উক্কাশা বিন মিহসান (রা.) এবং হযরত সাবেত বিন আকরাম (রা.)কে গুপ্তচর হিসেবে শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, হযরত উক্কাশা (রা.)-এর ঘোড়ার নাম ছিল আর রেযাম আর হযরত সাবেত (রা.)-এর ঘোড়ার নাম আল মুহাব্বার। এই উভয়ের মোকাবিলা হয় তুলায়হা এবং তার ভাই সালামার সাথে যারা মুসলমানদের (বিরুদ্ধে) গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিজ বাহিনীর পূর্বে এসেছিল। তুলায়হার মোকাবিলা হয় হযরত উক্কাশা (রা.)-এর সাথে আর সালামার মোকাবিলা হয় হযরত সাবেত (রা.)-এর সাথে আর এই উভয় ভাই-ই সেই দু'জন সাহাবীকে শহীদ করে। আবু ওয়াকেদ লাইসি বর্ণনা করেন, আমরা ২০০ অশ্বারোহী বাহিনীর সম্মুখভাগে চলছিলাম। আমরা এই উভয় নিহত অর্থাৎ হযরত সাবেত এবং হযরত উক্কাশা (রা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকি এমন কি হযরত খালেদ (রা.) আসেন এবং তার নির্দেশে আমরা হযরত সাবেত (রা.) এবং হযরত উক্কাশা (রা.)-কে তাদের রক্তে রঞ্জিত কাপড়েই দাফন করি। এই ঘটনা বারো হিজরী সনের, এভাবে তাদের শাহাদাত হয়। *(আত্‌তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২৪৫, সাবেত বিন আকরাম, দারুল এহয়িয়াতুত তারাসুল আরাবী, বায়রুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)*

মহানবী (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)। হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.) ছিলেন খাজরাজ গোত্রের আগাযের গোষ্ঠির সদস্য। হযরত খারেজার কন্যা হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন, যার গর্ভে হযরত উম্মে কুলসুমের জন্ম হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত খারেজা বিন জায়েদ (রা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি গোত্রের নেতা ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে তাকে গণনা করা হত। তিনি আকাবায় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। *(আত তিবকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২৭১, ওয়া মিন বানি আলহারেস . . . খারেজা বিন যায়েদ, দারুল এহয়াউত্‌তারাসুল আরাবী, ১৯৯৬ সালে বায়রুত থেকে প্রাকাশিত)*

মদীনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি অর্থাৎ হযরত খারেজা বদরের যুদ্ধে অংশ নেন আর ওহুদের যুদ্ধে অনেক সাহসিকতা এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। তিনি বর্ষাবিদ্ধ হন এবং তার গায়ে তেরোটি আঘাত লাগে। তিনি আহত অবস্থায় নিস্প্রাণের মতো পড়েছিলেন এমন সময় সাফফান বিন উমাইয়া তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দেখে চিনতে পারে। তার ওপর হামলা করে এবং তাকে শহীদ করে । আর তার লাশও বিকৃত করে এবং বলে, এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বদরের যুদ্ধে আবু আলী অর্থাৎ আমার পিতা উমাইয়্যা বিন খালফকে হত্যা করেছিল। আজ আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে উত্তম লোকদের হত্যা করার এবং নিজের হৃদয় প্রশান্ত করার সুযোগ পেয়েছি। সে হযরত ইবনে কাউকাল, হযরত খারেজা বিন যায়েদ এবং হযরত অউস বিন আরকামকে শহীদ করে। হযরত খারেজা (রা.) এবং হযরত সাদ বিন রাবি (রা.) পরস্পর চাচাত ভাই ছিলেন, তাদের উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়।" *[আল ইসতি'আব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৩-৪, খারেজাহ বিন যায়েদ(রা.), দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ, বায়রুত থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত]*

বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিনে হযরত আব্বাস বিন উবাদা উচ্চস্বরে বলছিলেন, হে মুসলমানের দল! আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীর সাথে সংযুক্ত থাক, তোমরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছ তা তোমাদের নবীর কথা অমান্য করার কারণে। তিনি তোমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ কর নি। এরপর হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.) নিজের শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম খুলে ফেলেন এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কী এর প্রয়োজন আছে? হযরত খারেজা বলেন,

না, তুমি যে জিনিসের আকাঙ্খা কর সেই একই জিনিস আমিও চাই। এরপর তারা সবাই শত্রুর সাথে লড়াই আরম্ভ করেন। আব্বাস বিন উবাদা বলেন, আমাদের চোখের সামনে যদি মহানবী (সা.) কোন আঘাত পান বা কোন কষ্ট পান তাহলে আমরা নিজেদের প্রভুর কাছে কী জবাব দিব? আর হযরত খারেজা বলতেন, আমাদের প্রভুর কাছে আমাদের কোন অজুহাতও থাকবে না আর কোন দলীলও থাকবে না। হযরত আব্বাস বিন উবাদা (রা.)-কে সুফিয়ান বিন আব্দিস শামস সালেমি শহীদ করে এবং হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-এর দেহে দশটির অধিক তিরের আঘাত লাগে। *(কিতাবুল মাগাযী, প্রথম খণ্ড ২২৭-২২৮, বাব: গাযওয়ায়ে ওহদ, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ বায়রুত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)*

ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মালেক বিন দোহ্‌শাম (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-এর পাশ দিয়ে যান। এমন সময় হযরত খারেজা আঘাতে জর্জরিত হয়ে বসে ছিলেন। তিনি তেরটির মত মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত মালেক (রা.) তাকে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে? হযরত খারেজা (রা.) বলেন, তাঁকে শহীদ করা হলেও আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চিতভাবে জীবিত আছেন আর তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব তুমি তোমার ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ কর। *(কিতাবুল মাগাযী, প্রথম খণ্ড পৃ.২৪৩ বাব: গাযওয়ায়ে ওহদ, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ বায়রুত থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)*

হযরত খারেজা (রা.)-এর দু'জন সন্তান ছিল। তাদের একজন ছিলেন হযরত যায়েদ বিন খারেজা (রা.) যিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-এর দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা (রা.), যার বিবাহ হয় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যখন মৃত্যু হয় তখন তার স্ত্রী হযরত হাবীবা গর্ভবতী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, আমি তার গর্ভে কন্যা সন্তানের আশা করি। অতএব সত্যিই তার ঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম নেয়। *(উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৪০-৬৪১, খারেজাহ বিন যায়েদ, দারুল ফিক্‌র বায়রুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)*

এরপর মহানবী (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত যিয়াদ বিন লাবিদ (রা.)। তাঁর মাতার নাম ছিল আমরা বিনতে আবিদ আততুরুফ। হযরত যিয়াদ (রা.)-এর পুত্র হলেন আব্দুল্লাহ্। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় সত্তরজন সাহাবীর সাথে তিনি উপস্থিত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন তিনি এসেই মূর্তিপূজারী নিজ গোত্র বনু বেয়াযার মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলেন। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করেন, এমনকি মহানবী (সা.) যখন মদীনার দিকে হিজরত করেন তখন তিনিও মহানবী মহানবী (সা.)-এর সাথে হিজরত করেন এবং তাঁর পরে সেখানে পৌঁছেন। তাই হযরত যিয়াদ (রা.)-কে মুহাজের আনসারী বলা হয়। তিনি মুহাজেরও ছিলেন আবার আনসারও ছিলেন। হযরত যিয়াদ (রা.) বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। *(আত্‌তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.৩০২, সাবেত বিন আকরাম, দারুল এহইয়াতুত তারাসুল আরাবী, বায়রুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)*

মহানবী (সা.) হিজরত করে যখন মদীনায় পৌঁছেন এবং বনু বেয়াযা গোত্রের মহল্লার পাশ দিয়ে যান তখন হযরত যিয়াদ (রা.) তাঁকে (সা.) সুস্বাগত জানান এবং নিজ ঘরে অবস্থানের অনুরোধ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার উটনীকে স্বাধীন ছেড়ে দাও, সে নিজেই নিজের গন্তব্য খুঁজে নিবে।

নবম হিজরীর মহররম মাসে মহানবী (সা.) সদকা এবং যাকাত আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী নির্ধারণ করেন। তখন হযরত যিয়াদ (রা.)-কে 'হাযারা মওত' এলাকার আদায়কারী হিসেবে মনোনীত করেন। হযরত উমর (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। এই দায়িত্ব পালন শেষে তিনি কুফায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং সেখানেই ৪১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। *(সারওয়ারে কায়েনাত কে পাচাস সাহাবা, রচয়িতা তালেবুল হাশেমী, পৃ. ৫৫৭-৫৫৯, মেট্রো প্রিন্টার্স লাহোর থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত)*

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন ধর্ম-ত্যাগের নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায় আর মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন আশআস বিন কায়েসুল কান্দিও ধর্ম ত্যাগ করে। তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য হযরত যিয়াদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি যখন তার ওপর হামলা করেন তখন সে নাহীর দুর্গে আশ্রয় নেয়। হযরত যিয়াদ তাকে কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখেন, এমনকি সে অতিষ্ঠ হয়ে এই বার্তা প্রেরণ করে যে, আমাকে এবং আরও নয় ব্যক্তিকে যদি নিরাপত্তা দেয়া হয় তাহলে আমি দুর্গের দরজা খুলে দিব। হযরত যিয়াদ বলেন, চুক্তিপত্র লিখে নিয়ে আস, আমি তার ওপর সত্যায়ন ও স্বাক্ষর করে দিব। এরপর সে দরজা খুলে দেয়। পরে যখন সেই চুক্তিপত্র দেখা হয় তখন দেখা যায়, অন্য নয় ব্যক্তির নাম তো লেখা আছে কিন্তু সে নিজের নামই লিখতে ভুলে গেছে। অতএব তাকে অন্যান্য বন্দিদের সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করা হয়। *(ইমতিআউল আসমা', চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২৫৪-২৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)*

এরপর মহানবী (সা.)-এর আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত মু'তেব বিন উবায়েদ। তার কোন সন্তান ছিল না। তার ভাতিজা উসায়ের বিন উরুয়া তার ওয়ারিশ হন। হযরত মুআত্‌তেব বিন উবায়েদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ নেন এবং 'ইয়াওমুর রাজী'তে শাহাদত বরণ করেন। *(আত তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.২৪০, ওয়া মিন হুলাফাঈ বানী যাফর, দারুল এহইয়ায়িত তারাসুল আরাবী, বায়রুত থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)*

রাজীর সেই যে ঘটনা যাতে দশজন মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, এই সে দিনটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকির দিন ছিল এবং চতুর্দিক থেকে মহানবী মহানবী (সা.)-এর কাছে ভীতিপ্রদ সংবাদ আসছিল। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত ছিলেন মক্কার কুরাইশদের বিষয়ে, যারা ওহুদের যুদ্ধের কারণে অনেক সাহসী ও উদ্ধত হয়ে উঠছিল। এই ঝুঁকির বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বিপদ অনুভূত হওয়ার পর মহানবী মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে তাঁর দশজন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করেন এবং তাদের ওপর আহসান বিন সাবেতকে আমীর নির্ধারণ করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন চুপি চুপি মক্কার কাছে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয় এবং তাদের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে (সা.) সংবাদ দেয়। কিন্তু এই দল রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই 'আযল' এবং 'কারা' গোত্রের কয়েকজন লোক তাঁর (সা.) কাছে আসে এবং বলে, আমাদের গোত্রে অনেক লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট। আপনি কিছু লোক আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে মুসলমান বানাবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে। মহানবী মহানবী (সা.) তাদের এই ইচ্ছার কথা শুনে সেই দলটিকেই যেটিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তা তাদের সাথে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি পরবর্তীতে জানা গেছে যে, এরা মিথ্যাবাদী ছিল এবং বনু লেহানের উসকানিতে মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছিল যেন উক্ত অজুহাতে মুসলমানরা মদীনা থেকে বের হলে তাদের ওপর আক্রমণ করা যায়। আর বনু লেহান এই সাহায্যের বিনিময়ে আযল এবং কারার লোকদের জন্য বহু উট পুরস্কারস্বরূপ নির্ধারণ করে রেখেছিল। আযল এবং কারার এই বিশ্বাসঘাতক লোকেরা যখন আসফান এবং মক্কার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে তখন তারা গোপনে বনু লেহান গোত্রের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, মুসলমানরা আমাদের সাথে আসছে, তোমরা চলে আস। তখন বনু লেহানের দুইশত যুবক, যাদের মাঝে একশজন তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয় আর রাজী' নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলে। দশজন মানুষ দুইশত সৈন্যের কীইবা মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু মুসলমানদেরকে অস্ত্রসমর্পনের শিক্ষা দেয়া হয় নি। যদি এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে নির্দেশ হল, তোমাদেরকে যখন ঘিরে ফেলা হয় তখন যুদ্ধ কর। অতএব সেই সাহাবীরা তাৎক্ষণিকভাবে কাছের একটি টিলায় উঠে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কাফেররা, যাদের কাছে প্রতারণা করা কোন দোষনীয় বিষয় ছিল না, তাদেরকে ডেকে বলে, তোমরা পাহাড় থেকে নিচে নেমে আস আমরা শপথ করে বলছি, তোমাদেরকে আমরা হত্যা করব না। আসেম (রা.) তখন উত্তরে বলেন, তোমাদের কসমে আমাদের বিশ্বাস নেই, আমরা তোমাদের এই দায়িত্বের কথায় নিচে নেমে আসতে পারি না। এরপর তিনি আকাশের দিকে মুখ করে বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, তুমি তোমার রসূলের কাছে আমাদের এই অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দাও। মোটকথা আসেম এবং তার সঙ্গীরা তাদের মোকাবিলা করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যখন সাতজন সাহাবী নিহত হন এবং শুধুমাত্র খোবায়েব বিন আদি ও যায়েদ বিন দাসেনা এবং আরও একজন সাহাবী বাকি রয়ে যান, তখন কাফেররা যাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের জীবিত পাকড়াও করা, চরিতার্থ করার জন্য তথা পাকড়াও করার জন্য পুনরায় তাদেরকে ডেকে বলে, এখনও নিচে নেমে আস, আমরা অঙ্গীকার করছি যে, তোমাদেরকে কোন ক্ষতি করব না। এবার এই সরলপ্রাণ মুসলমানরা তাদের এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিচে নেমে আসে, কিন্তু নিচে আসা মাত্রই কাফেররা তাদের তিরধনুকের রশি দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। এতে খোবায়েব এবং যায়েদের সঙ্গী, যার নাম ইতিহাসে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক উল্লেখ হয়েছে, তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এটি তোমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আর জানা নেই যে, সামনে গেলে তোমরা আরও কী কী করবে। অতএব আব্দুল্লাহ্ তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। তখন কাফেররা আব্দুল্লাহ্‌কে কিছু দূর পর্যন্ত টেনেহিঁচড়ে জোরপূর্বক নিয়ে যায় এবং এরপর তাকে হত্যা করে সেখানেই ফেলে রাখে। আর যেহেতু তাদের প্রতিশোধ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাই কুরাইশকে খুশি করার জন্য এবং সেই সাথে অর্থের লোভে খোবায়েব ও যায়েদকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হয় এবং সেখানে পৌঁছে তাদেরকে কুরইশের কাছে বিক্রি করে দেয়। খোবায়েবকে হারেছ বিন আমর বিন নওফেলের ছেলে ক্রয় করে নেয়। কেননা বদরের যুদ্ধে খোবায়েব হারেছকে হত্যা করেছিলেন এবং যায়েদকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ক্রয় করে। অবশেষে তাদেরকেও শহীদ করা হয়। *(সীরাতে খাতামান নাবিয়্যিন, রচয়িতা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব(রা.) এম,এ, পৃ. ৫১৩-৫১৪)*

এরপর বদরী সাহাবীদের মাঝে আরেকজন হলেন, হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)। হযরত খালেদ বিন বুকায়ের, আকেল, হযরত আমের এবং হযরত আইয়্যাস একত্রে দারে আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর এই চার ভাই দারে আরকামে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত খালেদ বিন বুকায়ের এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনা–এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং রাজীর ঘটনায় শহীদ হন, যে ঘটনার কথা একটু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে দশজন সাহাবীকে প্রতারণার মাধ্যমে শহীদ করা হয়েছিল। *[আত তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, আকেল বিন আবিল কাবির (রা.), খালিদ বিন আবিল কাবির (রা.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত]*

বদরের যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌হাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল কুরাইশের কাফেলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এতে হযরত খালেদ বিন বুকায়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে চৌত্রিশ বছর বয়সে রাজী'র যুদ্ধে আসেম বিন সাবেত এবং মারসাদ বিন আবি মারসাদ গানবি–এর সাথে আযল ও কারা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। *[উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ.৬৪৭, খালিদ বিন বাকায়ের (রা.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত]*

ইবনে ইসহাক এ সম্পর্কে বলেন, যখন আযল এবং কারা গোত্রের লোকেরা এই সাহাবীদের নিয়ে রাজী' নামক স্থানে পৌঁছে, যা উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম। রাজী' একটি জায়গা যা উযায়েল গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম এবং হেজাযের পাশে অবস্থিত। সেই লোকেরা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অর্থাৎ যেসব লোক তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সাহাবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ধোঁকা দেয় এবং হুযায়েল গোত্রকে তাদের বিরুদ্ধে উসকে দেয়। সাহাবীরা তখনো তাদের তাবুতেই ছিলেন যখন তারা দেখেন যে, চতুর্দিক থেকে মানুষ তরবারি হাতে নিয়ে তাদের দিকে আসছে। তখন তারাও বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সেই লোকেরা (অর্থাৎ কাফেররা) বলে যে, খোদার কসম, আমরা তোমাদের হত্যা করব না। বরং আমাদের চাওয়া কেবল এতটুকুই যে, আমরা তোমাদেরকে পাকড়াও করে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যাব এবং তাদের কাছ থেকে তোমাদের প্রতিদানে কিছু নিয়ে নিব। হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.), হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.) এবং হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মুশরেকদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি না। অবশেষে এই তিনজনই যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। *(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ.৫৯১-৫৯২, যিকরে ইয়ামির রাবি' ফি সুন্নাতি সালাস, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)*

হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.) তাদের সম্পর্কে নিজের এক পঙ্‌ক্তিতে লিখেন,

"আলা লায়তানি ফিহা শাহেদতু ইবনা তারেক

ওয়া যায়দান ওয়ামা তুগনিল আমানী ওয়া মুরসাদা

কাদ দাফা'তু আন হিব্বী খুবায়ব ওয়া আসেম

ওয়া কানা সিফাউন লাউ তাদারাকতু খালেদা"

[উসদুল গাবাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৪৭, খালিদ বিন বুকায়ের (রা.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বায়রুত থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত]

অর্থাৎ হায়! আমি যদি এই (রাজী'র ঘটনার) সময় ইবনে তারেক যায়েদ এবং মুরসাদের সাথে থাকতাম, অন্য কোন কাজে না আসলেও আমি আশা রাখি, আমার বন্ধু খুবায়েব এবং আসেমকে রক্ষা করতে পারতাম। আর যদি আমি খালেদকে পেয়ে যেতাম, তাহলে সেও বেঁচে যেত।

অতএব, এরা ছিলেন সেই সকল পুণ্যাত্মা, যারা ধর্মের সুরক্ষার খাতিরে এবং নিজেদের ঈমানের সুরক্ষার জন্য কুরবানী দিয়েছেন আর অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের এক লেখনীতে বলেন যে,

সেই প্রেরণকারী খোদার শুকরিয়া, যিনি অনুগ্রহকারী এবং দুঃখ দূরকারী। আর তাঁর রসূলের ওপর দরূদ ও সালাম, যিনি মানব এবং জিনদের ইমাম এবং পবিত্র হৃদয় আর বেহেশতের দিকে আকর্ষণকারী। আর তাঁর সাহাবীদের প্রতি সালাম, যারা ঈমানের ঝর্ণাধারার প্রতি তৃষ্ণার্তের ন্যায় দৌড়ে গেছেন এবং অজ্ঞতার অন্ধকার রাতে জ্ঞান এবং আমলের উৎকর্ষে আলোকিত হয়েছেন। *(নুরুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, অষ্টম খণ্ড, পৃ.১৮৮)*

অপর এক জায়গায় সাহাবীদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন যে, তারা দ্বীনের ময়দানের সিংহ এবং রাতের রাহেব এবং ধর্মের উজ্জ্বল তারকা ছিলেন (রাতের রাহেব হওয়ার অর্থ হল, তারা রাতে ইবাদতকারী আর ধর্মের তারকা)। তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। *(নাজমুল হুদা, রূহানী খাযায়েন, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ.১৭)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও নিজেদের জ্ঞান এবং আমলের অবস্থাকে উন্নত করার এবং রাতের ইবাদতের মান উন্নত করার তৌফিক দান করুন।

জুমুআর পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, যা উগাণ্ডার মুবাল্লেগ মুকার্‌রম ইসমাঈল মালাগালা সাহেবের। তিনি গত ২৫ মে ২০১৮ তারিখে জুমুআর নামাযের পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে নিজ প্রভুর সাথে মিলিত হন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। ইসমাঈল মালাগালা সাহেব ১৯৫৪ সনে উগাণ্ডার মাকুনু জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামাতা উভয়ে খ্রিষ্টান ছিলেন। তাই তিনিও জন্মগতভাবে খ্রিষ্টান ছিলেন। মালাগালা সাহেব আহমদী এক বন্ধু হাজী শোয়েব নাসীরা সাহেবের সম্পর্কের ভাই ছিলেন, তাই তার ঘরে তার যাতায়াত ছিল। হাজী শোয়েব সাহেবের মাধ্যমেই ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক দীর্ঘকাল প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা জারী থাকে। এরপর ধীরে ধীরে তার কাছে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়, আর অবশেষে ১৯৭৮ সনে তিনি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হাজী শোয়েব নাসিরা সাহেবের কাছে বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই খ্রিষ্টান পাদ্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতাম। এখন যেহেতু আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাই আমি কি ইসলামের কোন সেবা করতে পারি? তখন তাকে বলা হয়, ইসলামের সেবায় আপনি নিজ জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। তখন উগাণ্ডা জামা'তের বর্তমান আমীর মুহাম্মদ আলী কাহেরো সাহেব, তিনি পাকিস্তান থেকে জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা সমাপ্ত

করে উগাণ্ডা পৌঁছেছিলেন। অতএব তিনি ১৯৮০ সনে মালাগালা সাহেবকে আরও আরও পাঁচজন খোদ্দামের সাথে পাকিস্তান প্রেরণ করেন। তিনি ১৯৮০ সনের ডিসেম্বর মাসে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় ফাসলুল খাস ক্লাসে ভর্তি হন আর শিক্ষাসমাপনী হয় ১৯৮৮ সনের ০১ মার্চ তারিখে। জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষা জীবনের প্রেক্ষিতে তখন জামেয়ার প্রিন্সিপাল সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব নিজের মন্তব্যে তার সম্পর্কে লিখেন যে, মেধাগত দিক থেকে কিছুটা দুর্বল কিন্তু অনেক সহায়ক এবং অনুগত ছাত্র ছিলেন। নম্র স্বভাবের এবং ইবাদতগুজার ছিলেন। বুযুর্গদের সাথে দেখা করা এবং তাদেরকে দোয়ার জন্য বলাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ সনে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে পাকিস্তান থেকে হিজরত করতে হয়, তখন এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দক্ষতা এবং সাহসিকতার সাথে ডিউটি প্রদানকারীদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমান প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়্যায সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, আমরা জামেয়াতে একত্রে পড়াশোনা করেছি। পুণ্যবান এবং নীরব প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জামেয়াতে তাকে সেইসব ছাত্রের মাঝে গণনা করা হত যাদের মাঝে ইবাদত এবং সাধনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। আনুগত্য তার বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেন, নকীব এবং যয়ীম হওয়ার কারণে তার সাথে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমার কাজ করতে হয়েছে, তখন তাকে অনেক বিনয়ী এবং আদেশ মান্যকারী ও অনুগত পেয়েছি। ফুটবল খেলার প্রতি অনেক শখ ছিল। দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিলেন আর একমাত্র তিনিই যোগ্যতার ভিত্তিতে দলে অন্তর্ভুক্ত হতেন। জামেয়ার পড়াশোনা শেষ করার পর ১৯৮৮ সনে উগাণ্ডায় মুবাল্লেগ হিসেবে রীতিমত তার পদায়ন হয়, সেখানে তিনি বিভিন্ন জামা'তে মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করেন। ২০০৭ সনে উগাণ্ডার আরও দু'জন মুবাল্লেগের সাথে তিনি পাকিস্তানে যান, সেখানে তিনি উগাণ্ডার ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদের কাজ পুণর্মূল্যায়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর তিন মাসের মাঝে তিনি এই কাজ সমাপ্ত করেন। জামেয়াতে অধ্যয়নকালে জ্ঞান বা মেধাগত দিক থেকে বাহ্যত কিছুটা দুর্বল হলেও পরবর্তীতে তিনি জ্ঞানের দিক থেকেও অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। নিজ জ্ঞান সমৃদ্ধ করেছিলেন। তার মাঝে তবলীগের অনেক আগ্রহ ছিল এবং তার তবলীগে বৃহৎ সংখ্যায় মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। সাইকেলে করেই অনেক দীর্ঘ তবলীগি সফর করতেন। এক তবলীগের সফরে থাকাকালে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয় কিন্তু তার সাথে যোগাযোগের কোন মাধ্যম ছিল না। তিনি যখন তবলীগি সফর থেকে ফিরে আসেন তখন জানতে পারেন যে, স্ত্রী মারা গেছেন এবং তার দাফন কাফনও হয়ে গেছে। অত্যন্ত বিনম্রভাবে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত থেকে পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। অনেক কোমল হৃদয়, সহানুভূতিশীল এবং মহানুভব মানুষ ছিলেন। গরীব এবং মিসকীনদের অনেক খেয়াল রাখতেন। খেলাফতের প্রতি অনুগত ছিলেন। খলীফার সকল নির্দেশ পালন করাকে আবশ্যক মনে করতেন। আফ্রিকান মুবাল্লেগ, বিশেষ করে ওয়াকফে জিন্দেগীদের মাঝে আমি দেখেছি যে, প্রায় সকল আফ্রিকানদেরই খেলাফতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

উগাণ্ডার আমীর মুহাম্মদ আলী কাহেরো সাহেব লিখেন, মরহুম একজন উন্নতমানের মুরব্বী, অত্যন্ত নেক হৃদয়ের অধিকারী, তবলীগে আগ্রহী এবং ধর্মের সেবায় রত একজন মানুষ ছিলেন। অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কখনও অভিযোগ করেন নি, বরং সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সেবায় রত ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন আর কিছুকাল পর তৃতীয় বিয়ে করেন। তার এক স্ত্রী লিখেন, আমি তাকে সারা জীবন অনেক স্নেহশীল, নম্র হৃদয় এবং সকল অবস্থায় শান্ত ও খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ দেখেছি। তার কন্যা লিখেন, আমাদের পিতা অনেক মহানুভব এবং নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সর্বদা আমাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিতেন। মরহুম দুই স্ত্রী এবং নয় জন সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি রহম করুন, তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার বংশধরদেরকেও সর্বদা আহমদীয়াত এবং খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

ঈদুল আযহার খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.),
৭ নভেম্বর ২০১১ মোতাবেক ৭ নবুওয়্যত ১৩৯০ হিজরী শামসি, বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদ লন্ডন

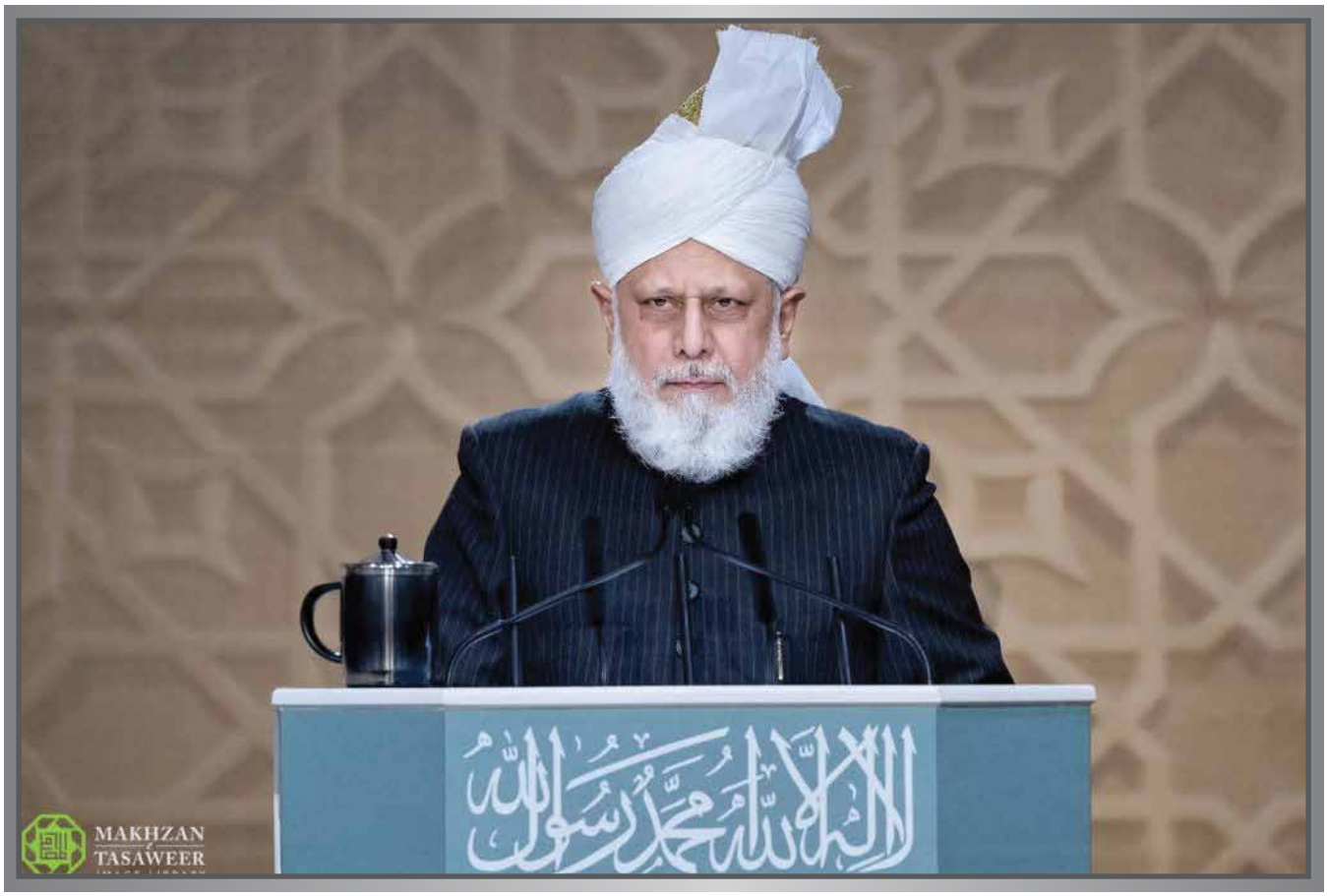

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ আমরা আমাদের জীবনের আরও একটি ঈদুল আযহা উদযাপন করার জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি। এই ঈদ, যাকে কুরবানীর ঈদও বলা হয়ে থাকে। এটি সেই কুরবানী বা ত্যাগ, যা মানুষকে কুরবানীর নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছে। এটি সেই কুরবানী যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়েছিল। এটি সেই কুরবানী, যা তৌহিদকে (খোদার একত্ববাদকে) প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করা হয়েছিল।

অতএব, এখানে একত্রিত হওয়া কেবল একটি সাধারণ আনন্দের দিন উদযাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। নিশ্চয়ই এই খুশি বা আনন্দ, আল্লাহ্ এবং রসূলের আদেশ অনুযায়ী আমরা উদযাপন করে থাকি। আর ঈদের আনন্দ উদযাপন করার মাঝেও আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য বিদ্যমান। কিন্তু এর পিছনে যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, তা সর্বদা আমাদেরকে নিজেদের সামনে রাখতে হবে এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও এই প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য চেষ্টা এবং দোয়ার সাথে অগ্রসর হতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, এই কুরবানী আমাদেরকে কুরবানীর নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছে, নতুন পথ উন্মোচন করেছে, যার মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে আনুগত্যের উন্নত মানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা হযরত ইব্রাহীম

(আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) উপস্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধারাবাহিকভাবে কুরবানীর এক দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার মাঝে কোন এক ব্যক্তির কুরবানীই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সমস্ত পরিবার এবং বংশ-পরম্পরা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতএব, আজকে আমাদেরকে এই ঈদ উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়ে এই চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত, আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও যেন সেই মানদণ্ড অর্জনকারী হই, যার লক্ষ্যস্থল হবে কেবল খোদা তা'লার সত্তা। এই যুগে আমরা আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেই প্রেমিককে মেনেছি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাদিষ্ট করে রূপকভাবে কয়েকবার ইব্রাহীম নামে সম্বোধন করেছেন।

অতএব এই যুগের ইব্রাহীমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার যে দায়ভার রয়েছে, তা পালন করার জন্য আমাদেরকে সেই মৌলিক উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রাখতে হবে, যা অর্জন করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর বংশধরগণ চেষ্টা করেছিলেন আর সেটি ছিল– আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্যে, আন্তরিকতা অবলম্বন করে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা এবং এজন্য তারা প্রত্যেক ধরনের কুরবানী করেছিলেন।

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয়, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর কাছে তাঁর জীবনের কুরবানী চেয়েছিলেন।

খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পুত্র সানন্দে এই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই পরিস্থিতিতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে এই কুরবানী করা থেকে বাধা দেন, কেননা বাহ্যিকভাবে সন্তানের গলায় ছুরি চালানো বা কোন প্রাণের কুরবানীর মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। বরং সেই মহান উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হয় যখন অনবরত কুরবানীর জন্য নিজের সন্তানদেরকে প্রস্তুত করা হবে আর সেই ধারাবাহিক কুরবানী ততক্ষণ পর্যন্ত করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর ওপর আমল করার জন্য পরিপূর্ণ আনুগত্যের জোয়াল নিজের কাঁধে না রাখবে। আর যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং অনুসরণের বহিঃপ্রকাশ হবে, তখনই এটা তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক চেষ্টা বলে বিবেচিত হবে।

আর এটাই সেই **'যিবহে আযীম'** অর্থাৎ মহান কুরবানী, যে কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) নিজেদের পুণ্যবান সন্তানদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে প্রবহমান রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। **'যিবহে আযীম'** অর্থাৎ মহান কুরবানী তো এক ব্যক্তির জীবন কুরবানীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে না। এই জবাই'র মাধ্যমে মানবজাতির কী উপকার হত? হ্যাঁ! যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কুরবানী দেওয়া হত, পৃথিবীতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা হত, মানবতাকে খোদা তা'লার একত্ববাদের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হত এবং ইবাদতের পদ্ধতি শিখানো হত তবে মানবজাতি লাভবান হতে পারত।

তাই, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মহান কুরবানীর শিক্ষা ব্যক্ত করেছেন এরপর বলেছেন, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ *(সূরা আস্ সাফফাত: ১০৯)*

অর্থাৎ আমরা পরবর্তীদের মাঝে তার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখলাম।

এরা ছিলেন সেই পিতৃপুরুষ, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোন ধরনের কুরবানী থেকে তারা পিছ পা হন নি। তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে গেছেন। মৃত্যু তো একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। সফল মৃত্যু হচ্ছে সেটি যেটি, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সেই মৃত্যুই সফল, যা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য হয়ে থাকে। এই যে, যিক্‌রে খায়ের বা স্মৃতিচারণ, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের মাঝে খোদা তা'লা প্রবহমান রেখেছেন, এই কুরবানীকারীদের চূড়ান্ত মার্গ ও উন্নতি মহানবী (সা.)-এর সত্তায় এবং তাঁর অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে লাভ হয়েছে।

অতএব হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) এর কুরবানীর প্রকৃত ফল প্রকাশ পেয়েছে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) দোয়া করেছিলেন,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(সূরা আল বাকারা: ১৩০)

অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের এ-ও নিবেদন, তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূলকে আবির্ভূত কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখাবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমিই মহাপরামশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়'।

আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া কবুল করে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় সেই নবীকে প্রেরণ করেছেন, যার মাঝে 'যিবহে আযীম', অর্থাৎ মহান কুরবানীর এক দৃষ্টান্ত নব মহিমায় দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বরং তাঁর বয়আতের অন্তর্ভুক্তরাও কুরবানীর নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নতুন মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ঈসমাইল (আ.) তো নবীর সন্তান ছিলেন, আর শৈশব থেকেই এমন পিতা-মাতার তরবীয়তের অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন, যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা, বিশ্বাস ও ঈমান ছিল এবং তৌহিদের ওপর তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ঘরের মাঝেই তাঁর উত্তম তরবিয়ত হয়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, নবুওয়াতের মর্যাদাও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওপর অর্পন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁকে তরবিয়ত প্রদান করেছেন, আর এ কারণেই তিনি কুরবানীর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু রসূল করীম (সা.)-এর সাহাবারা ছিলেন তারা, যারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ছিলেন মৃত।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে এমনভাবে জীবিত করেছেন যে, তারা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন, অর্থ-সম্পদ, সময় এবং সম্ভ্রমকে কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, প্রথমে মহানবী (সা.) সেই অজ্ঞদেরকে মানুষ বানিয়েছেন, তারপর সুশিক্ষিত-মানুষ বানিয়েছেন এবং খোদা-প্রেমিক মানুষে পরিণত করেছেন। অতঃপর এই আল্লাহ্ ওয়ালা মানুষ আনুগত্য, বিশ্বস্ততা এবং কুরবানী ও ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছেন যা সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছেন।

একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা জীবন কুরবানী করেছেন, অতঃপর এই কুরবানীসমূহ প্রদানকালে মৃত্যুর সামনে চোখে চোখ রেখে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন– যা দীর্ঘকাল উম্মতে মুসলিমার জন্য অসাধারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজ করেছে আর নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে প্রেরণা যুগিয়েছে কিন্তু কয়েক শতাব্দী পর জাগতিকভাবে বিজয় লাভের পর সেই উদ্দেশ্যকে তারা ভুলে বসে, অথচ এটি প্রকৃত মুসলমানের মাঝে থাকা উচিত ছিল।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এই দোয়াকে তারা ভুলে গেছে যা **'যিবহে আযীম'** অর্থাৎ মহান কুরবানীর দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে ভবিষ্যতে আগমনকারীদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) করেছিলেন, তারা মহানবী (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকেও ভুলে গেছে। যখন আল্লাহ্ তা'লার আদেশে নিজের গর্দান সেইভাবে অগ্রে প্রেরণ করা থেকে দূরে সরে গেছে তারা, যেভাবে কুরবানীর পশু কসাইয়ের সামনে নিজের ঘাড় নত করে রাখে। ইসলামের সেই অর্থকে তারা ভুলে গেছে, অর্থাৎ ইসলাম তো নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে সর্বদিক থেকে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়। খোদা তা'লার সত্তায় বিলীন হয়ে নিজের জীবনে এক মৃত্যুকে বরণ করার অর্থ তারা ভুলে গেছে। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির স্থলে ব্যক্তিগত আকাঙ্খা প্রাধান্য লাভ করলো, তখন সেই ফলাফল প্রকাশ পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল, যে সমস্ত ফলাফলের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছিলেন। ফলে পৃথিবীর এক বিশাল অংশের কর্তৃত্ব করত যারা, স্বদেশেই তারা পরাধীন হয়ে গেল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে লিখেন, চিন্তা করে দেখুন! শুধুমাত্র হাসিতামাশা, আনন্দ-ফূর্তি ছাড়া আজকে আধ্যাত্মিকতার কিছু কী অবশিষ্ট রয়েছে? এই ঈদুল আযহা ঈদুল ফিতরের তুলনায় বড় আর সাধারণ লোকেরা একে বড় ঈদও বলে থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন যে, ঈদের কারণে কতজন আছে যারা আত্মশুদ্ধি এবং হৃদয় পবিত্রকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় আর কতজন আছে যারা ঈদুল আযহাতে নিহিত জ্যোতির্ময় আলোকে লাভ করার চেষ্টা করে থাকে? রমযানের ঈদ আসলে এক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের নাম আর এর নাম হল 'বজলুর রূহ', অর্থাৎ আত্মাকে কষ্টের ভিতর নিপতিত করা। তবে এই যে ঈদ, অর্থাৎ ঈদুল আযহা, যাকে বড় ঈদ বলা হয়, যার মধ্যে এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু আফসোস! এই দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় নি। খোদা তা'লার দয়ার বহিঃপ্রকাশ অনেকভাবে হয়ে থাকে। তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপর অনেক বড় একটি অনুগ্রহ করেছেন যে, অন্যান্য উম্মতের মাঝে যে কথাগুলো শুধু অন্তঃসারশূন্য খোলস হিসেবে ছিল, এই উম্মত সেই মর্মকে ধারণ করেছে।

অতএব শুধুমাত্র ঈদকে ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন নয় বরং প্রকৃতভাবে এর শিক্ষাকেও মানুষ ভুলে গেছে। গত দিন সৌদি আরবের কাবা শরীফের ইমাম মক্কায় হজ্জের খুতবায় মুসলিম দেশগুলোর মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা নিজেদের দায়িত্বকে অনুধাবন করার চেষ্টা কর, আর আমাদের দৃষ্টি ঐক্যের দিকে নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দীর্ঘ খুতবা ছিল, তবে খুতবার সারবস্তু এটাই ছিল। কিন্তু তাদের নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি অনুযায়ী এই ঐক্য অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। প্রথম কথা হল, যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সব কিছু আজ এরা ভুলে গেছে। তাদের না আছে আত্মসম্মান আর না ধর্ম। তাদের ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর দুনিয়াও হাত ছাড়া হয়ে গেছে। উম্মতে মুসলিমাকে একত্রিত করার জন্য খোদা তা'লার বর্ণিত পদ্ধতির ওপরই চলতে হবে। কারও কোন ব্যক্তিগত প্রস্তাব বা পদ্ধতি এবং কোন ইমামের পদ্ধতিও এতে কাজে আসতে পারে না। কেবল সেই ইমামের প্রস্তাবিত পদ্ধতিই কাজে আসবে, যাকে খোদা তা'লা স্বয়ং ইমাম মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। সেই ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে, যাকে খোদা তা'লা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে যত মুসলমান আছে তাদেরকে একত্রিত করে এক ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত কর।

অতএব, যুগ ইমামের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, কেবল তারাই সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে, আর সেই সমস্ত দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারবে– যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) পবিত্র কাবা গৃহ নির্মাণের সময় করেছিলেন। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এই

ঘোষণাই করেছেন, যেভাবে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার আয়াত শুনাতেন, লোকদেরকে পবিত্র করতেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিতেন আর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া, যা খোদা তা'লারই একটি ঐশী তকদীর ছিল। তাই বড় মহিমার সাথে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। একইভাবে, আখারীনদের, অর্থাৎ পরবর্তীদের মাঝেও মহানবী (সা.)-এর এক নিবেদিত প্রেমিকও তাঁর (সা.) দোয়া গৃহীত হওয়ার নমুনাস্বরূপ সৃষ্টি হবেন, যিনি পুনরায় সেই উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করবেন, যেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পুরো বংশ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, যেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের সন্তানসন্ততিদেরকে কুরবানীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে থেকেছেন, যা কাবা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা। আর যে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করে কুরবানীর সেই মহান দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা শ্রবণ করে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা এবং প্রশংসার গীত মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে গাইতে থাকে।

অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল, আমরা যদি এই কুরবানী ঈদের প্রকৃতমর্ম এবং তত্ত্বকে অনুধাবন করতে চাই, তাহলে আল্লাহ্‌র মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার পোশাক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে বিলীন হয়ে আমাদেরকে পরিধান করতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা একথাই আমাদেরকে বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাও, তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যা করেন, তাই তোমরা কর। তাঁর (সা.) সুন্নতের ওপর আমল কর, তাঁর আদেশাবলীর অনুসরণ কর, তাঁর আনিত শরীয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য কর। قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ *(সূরা আন নূর: ৫৫)*

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ও এই রসূল (সা.)-এর আনুগত্য কর'-এর মহান দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা কর।

খোদার ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর, যেন তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গির মাঝে একত্ববাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অবস্থা এমন হলে, খোদা তা'লা তাঁর এমন বান্দাকে অনেক নৈকট্য ও সম্মান দান করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ফরজের সাথে নফল আদায়ের মাধ্যমে খোদা তা'লার এমন নৈকট্য লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষ যখন ফরজ আদায়ের সাথে নফলও আদায় করে, তখনই খোদার নৈকট্য লাভ হয়, আর আল্লাহ্ তা'লা এমন বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে হাঁটে।

অতএব, খোদা তা'লার সাথে ভালবাসার এই মান যদি অর্জন করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে অব্যাহতভাবে নিজ আত্মার কুরবানীর প্রয়োজন। আর এই চেষ্টা-প্রচেষ্টাই আমাদের অন্তরে তৌহিদের চেতনা সৃষ্টি করবে। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কই আমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে মুক্তি দান করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই মান অর্জন করার তৌফিক দান করুন, যেন আমরা অচিরেই আহমদীয়াতের পথে বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, তা দূর হতে দেখি। প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রাও ক্রমশঃ অগ্রসরমান রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিরোধীরা যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, আল্লাহ্ তা'লা সেসব প্রতিবন্ধকতাকেও দূর করে দিন। আর এর ফলে সাময়িক অস্থিরতাও হয়। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আমাদেরকে ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

নিঃসন্দেহে আজ অধিকাংশ আহমদী সদস্য নিজের জান, মাল, সময় এবং সম্ভ্রমকে কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে কিছু এমনও আছে, যার মান অনেক উন্নত। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, ইবাদতের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে এই প্রেরণা প্রবহমান রাখার তৌফিক দান করুন। কেননা খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমরা কখনো বিজয় দেখতে পাব না। এই একই বিশ্বাস আমাদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও সৃষ্টি করতে হবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। আর এতেও সন্দেহ নেই, এ যুগে আহমদীয়াতের বিজয় নির্ধারিত। তবে এই বিজয়কে আমাদের নিজেদের জীবনে দেখার মাধ্যম একটাই আর তা হল, খোদার আচলকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে যেন, **"ইন্নি কারীব"** এবং **"আলা ইন্না নাসরাল্লাহে কারীব"** অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে রয়েছি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট– আল্লাহ্ তা'লার এই ধ্বণী আমরা শুনতে পাই। আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আজ কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তই আছে, যারা তৌহিদের প্রকৃত রক্ষাকারী, আর এ উদ্দেশ্যেই আহমদীরা কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে বরং **"মান হাইসুল জামাত"** সমস্ত জামাতই কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। আজ কেউ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ (সূরা আল বাকারা: ২১৫)-এর ধ্বণী শোনার যোগ্যতা যদি রাখেন, তাহলে তা কেবল আহমদীরাই।

অতএব আমি পূর্বেও বলেছি, আমাদেরকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। তবেই আমরা নিজেদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার স্নেহের দৃষ্টি পড়তে যেমন দেখব, তেমনি বিশ্বের মানুষকেও তৌহিদের বাণী পৌঁছিয়ে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এরও সৌভাগ্য দান করুন।

এরপর আমরা দোয়া করব। দোয়ার মধ্যে শহীদদের পরিবারবর্গকে আপনারা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজ বিশেষ সুরক্ষা দূর্গে স্থান দিন। তাদের

প্রিয়দের কুরবানীগুলো যেন দ্রুত ফল বয়ে নিয়ে আসে, আর আমরা যেন আহমদীয়াতের বিজয়কে কয়েকগুণ বর্ধিত আকারে ফলতে দেখি। আসীরানে রাহে মাওলা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে যারা বন্দি রয়েছে, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

এখন পাকিস্তানের বাইরে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে খোদা তা'লার পথে আসিরানে রাহে মাওলা সৃষ্টি হচ্ছে যারা আল্লাহ্‌র পথে কারাবরণের কষ্ট ভোগ করছেন। এ বছরের শুরুর দিকে মিশরে স্থানীয় আহমীদেরকে বন্দিদশার দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, তারা মুক্তি লাভ করেছেন। সেখানকার আইনের পরিবর্তনের পূর্বেই খোদার ফযলে তারা মুক্তি লাভ করেছেন। আজকাল আমাদের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সারজার অধিবাসী এক আরব বন্ধু, তিনি আহমদীয়াতের কারণে বন্দীদশার দিন অতিবাহিত করছেন। আর এই ঈদও তিনি কারাবরণ অবস্থাতেই পালন করছেন। খোদা তা'লার কৃপায় তিনি একাই আহমদী এবং অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। মহান খোদা তা'লা তার দ্রুত মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন।

একইভাবে, ভারতে আমাদের এক মোয়াল্লেমকে অপহরণ করা হয়েছে। গত বছর কাদিয়ানের জলসায় যখন তিনি নওমোবাইনদেরকে নিয়ে আসছিলেন। এখন পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লা অতি সত্ত্বর তারও সন্ধানের ব্যবস্থা করুন।

পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে অনেক আহমদী অপহৃত অবস্থায় রয়েছেন, যার মধ্যে দশ-বার বছরের এক বালকও অন্তর্ভুক্ত। তার পিতার সাথে তাকেও অপহরণকারীরা অপহরণ করে। খোদা তা'লা তাদের সন্ধান লাভের দ্রুত ব্যবস্থা করে দিন। জামা'তের জন্য যারা আর্থিক কুরবানী করেন, তাদের জন্যও অনেক বেশি দোয়া করুন। খোদা তা'লা তাদেরকে উত্তম-প্রতিদান দিন এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রভূত বরকত দান করুন।

যারা দুর্বল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করুন, তাদের দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করুন। ওয়াকফে নওদের জন্য দোয়া করুন। অনেকে এমন আছেন যারা অনেক প্রতিকুল অবস্থায় থেকেও অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াকফের প্রেরণা অন্তরে রেখে কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন, আর নিজ সুরক্ষার মাঝে স্থান দিন। তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে খোদা তা'লা অনেক বেশী ফলবান করুন। অসুস্থদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে আরোগ্য দান করুন। কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ রয়েছেন, তাদের অস্থিরতা যেন খোদা তা'লা দূর করে দেন, সেজন্য দোয়া করুন।

যারা বিভিন্ন ধরণের সমস্যা এবং কষ্টে দিনাতিপাত করছেন, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। কোন না কোনভাবে যারাই সমস্যার সম্মুখীন রয়েছে তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পৃথিবীর সমস্ত জামাতগুলোকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সবধরনের দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করুন।

সমস্ত উম্মতে মুসলেমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেন বিবেক-বুদ্ধি দান করেন, এবং এ যুগের ইমামকে চিনতে পারেন আর তাদের হারানো গৌরবকে যেন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সমগ্র মানবজাতিকে নিজের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, কেননা খোদা তা'লাকে ভুলে তারা যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে এ থেকে সুরক্ষা দান করেন আর আমাদেরকেও এই তৌফিক দান করুন যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের এই বাণীকে পৃথিবীতে উত্তমভাবে প্রচার করতে পারি।

(খুতবায়ে সানিয়া এবং দোয়ার পর হুযূর (আই.) বলেন) **আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**! সবাইকে ঈদ মোবারক। আর যারা এখানে বসে আছেন, আপনাদেরকেও আর পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই আহমদী আছে সবাইকে ঈদ মোবারক। আল্লাহ্ তা'লা সবদিক থেকে বরকতমণ্ডিত করুন। **আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্**। *(পুনঃমুদ্রণ)*

ভাষান্তর:
মাহমুদ আহমদ সুমন
ওয়াকফে যিন্দেগী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ইসলাম-ই শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম

ব্রিটিশ হাউসেস অফ পার্লামেন্ট, লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ২০১৩

পটভূমি

১১ জুন, ২০১৩ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে লন্ডনের হাউসেস অফ পার্লামেন্ট-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এ শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে ৩০ জন সংসদ সদস্য, হাউস অফ লর্ডস্-এর ১২ জন সদস্য, ৬ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ২ জন মন্ত্রীসহ ৬৮ জন গণ্যমান্য অতিথি অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও বিবিসি, স্কাই টিভি ও আইটিভি সহ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এ অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জ্বালানী ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সেক্রেটারি অফ স্টেট রাইট অনারেবল এড ডেভী এমপি, উপ প্রধান মন্ত্রী রাইট অনারেবল নিক ক্লেগ এমপি, স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি রাইট অনারেবল থেরেসা মে এমপি, পররাষ্ট্র বিষয়ক শ্যাডো সেক্রেটারি রাইট অনারেবল ডগলাস আলেকজান্ডার এমপি, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সিলেক্ট কমিটির সভাপতি রাইট অনারেবল কীথ ভায এমপি এবং মিচহাম ও মর্ডেনের সংসদ সদস্য সিওভাইন ম্যাক্‌ডনা এমপি।

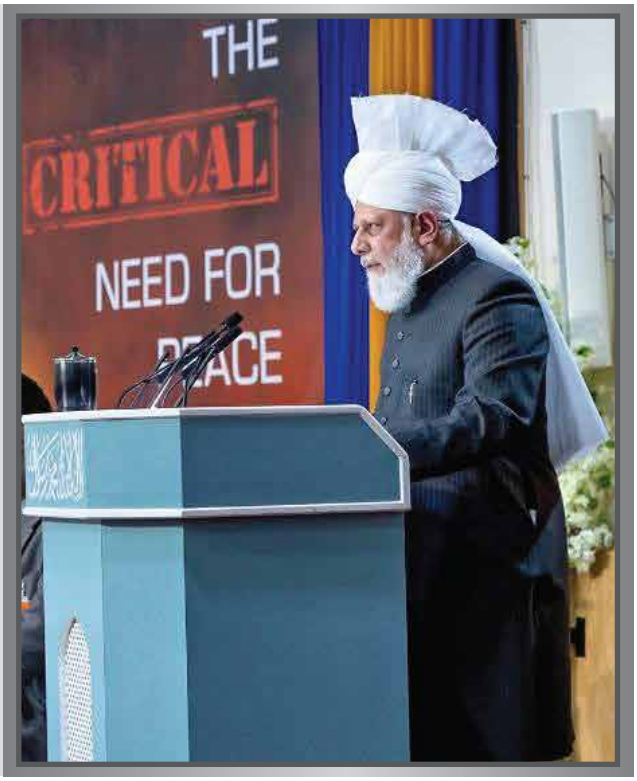

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম– আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! **আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**– আল্লাহ্ তা'লার শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের প্রতি বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেই সকল বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা যুক্তরাজ্যে আমাদের সম্প্রদায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেহেরবানী করে আমাদের প্রতি তাদের বন্ধুত্ব ও কাছের সম্পর্ক প্রকাশের উদ্দেশ্যে খোদ হাউসেস অফ পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমি সেই সকল অতিথিদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আজ এখানে উপস্থিত হয়ে এ অনুষ্ঠানের সফলতা ও সার্থকতা নিশ্চিত করেছেন। আমি সন্তুষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছি যে, আপনারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আপনাদের অন্যান্য ব্যস্ততা ও সভাসমূহ ছেড়ে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

আপনাদের এ অভিব্যক্তির প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ছাড়াও আমি বলতে চাই যে, আমার আন্তরিক আশা ও দোয়া হল, এই অনবদ্য ও রাজকীয় ভবনে যে সকল বিভাগ ও লোকজন কাজ করেন তারা যেন এ দেশ ও এর জনগণের সেবার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। আমি আরও আশা ও দোয়া করি যে, তারা অপরাপর জাতির সাথে সুসম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে যেন সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হয়, তারা যেন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে আর এভাবে যেন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে– যা সকল পক্ষের জন্য কল্যাণকর হবে। যদি এ প্রেরণা অবলম্বন করা হয়, তবে সর্বোত্তম ফল লাভ হবে। অতএব ভালবাসা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ পৃথিবীকে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রকৃত নীড়ে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমার এ আকাঙ্ক্ষা সকল আহমদী মুসলমানের, কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, নিজ দেশ ও বৃহত্তর পরিসরে মানবতার জন্য এক গভীর ভালবাসা থাকা আবশ্যক। নিশ্চিতভাবে আহমদী মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কেননা

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) আমাদেরকে এ তাগিদপূর্ণ আদেশ ও শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। তাই, আমি এ সুযোগে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই, যে কোন ব্রিটিশ নাগরিক আহমদী মুসলমান তার জন্ম যুক্তরাজ্যেই হোক বা তিনি অন্য কোন দেশ থেকে অভিবাসী হিসেবে এখানে আগমন করে থাকুন না কেন, এ দেশের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিক ভালবাসা রাখেন। এ মহান দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিই তাদের একমাত্র কাম্য।

যুক্তরাজ্যে বর্তমানে অন্যান্য দেশ থেকে আগত মানুষের সংখ্যা অনেক এবং অনুমান করা হয় যে, তা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪-১৫% শতাংশ। তাই, স্থানীয় ব্রিটিশ জনগণ যেভাবে অভিবাসীদেরকে এ দেশের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ব্রিটিশ সমাজের একটি অংশ হিসেবে তাদেরকে স্থান দিয়েছে, তার জন্য তাদের উদারতা ও সহিষ্ণুতার মহান গুণাবলীর উল্লেখ এবং প্রশংসা না করে আমার পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই যারা এদেশে বসতি স্থাপনের জন্য এসেছে তাদের ওপর এ নৈতিক দায়িত্ব বর্তায় যে, তারা যেন নিজেদেরকে এদেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে সাব্যস্ত করেন এবং বিশৃংখলা ও দ্বন্দ্ব মোকাবেলার জন্য সরকার যে পদক্ষেপ নেয় সেগুলোকে অবশ্যই যেন সমর্থন করেন। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যগণ যে দেশেই বসবাস করুক না কেন– এ নীতির ওপর আমল করে থাকেন।

আপনারা জানেন, আমরা বর্তমানে যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী উদযাপন করছি। বিগত ১০০ বছর এ প্রমাণ দেয় ও সাক্ষ্য বহন করে যে, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যগণ সর্বদা দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি পূরণ করেছে ও সকল প্রকার চরমপন্থা, বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা থেকে দূরে অবস্থান গ্রহণ করেছে। বাস্তবে দেশের প্রতি এ বিশ্বস্ত ও ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি এ কারণে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি সত্য ইসলামী ধর্মীয় সম্প্রদায়। আমরা ক্রমাগতভাবে ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত করেছি আর আমরা সব সময় চেষ্টা করেছি যেন ঐ সকল সত্য শিক্ষাগুলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হিসেবে গৃহীত হতে থাকে। এ দিক থেকে আমাদের জামা'ত সাতন্ত্র।

পরিচিতিমূলক এ কয়টি কথার পর আমি এখন আমার বক্তৃতার মূল বিষয়ের দিকে যাব। আমাদের জামা'ত শান্তি, সমঝোতা ও সৌহার্দ্যের পতাকাবাহী জামা'ত আর এ জন্যই আমাদের মূলমন্ত্র হল ***"ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে"***। যদিও কোন কোন অমুসলিম আমাদেরকে জানেন বা আমাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন, তারাও খুবই বিস্মিত হন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ শান্তি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বাণীকে সরাসরি ইসলামের প্রতি আরোপ করে থাকেন। তাদের বিস্মিত ও হতবাক হওয়ার কারণ এই যে, তারা দেখেন, আরও অনেক তথাকথিত ইসলামী উলামা ও সংগঠন এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে কথা বলে ও আচরণ করে থাকে এবং এর চেয়ে খুবই ভিন্ন এক বাণীকে প্রচার করে থাকে। এ পার্থক্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথমেই স্পষ্ট করি যে, আমরা আহমদী মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে, এ যুগে 'তরবারির সহিংস জিহাদ'-এর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং পরিত্যাজ্য, অথচ কতক মুসলিম আলেম এর প্রচার, এমনকি এর চর্চা করে থাকে। তাদের বিশ্বাসসমূহের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের মাঝে বহুল সংখ্যক চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে।

কেবল এই নয় যে, গোষ্ঠীসমূহের উদয় হচ্ছে, বরং আমরা এও দেখি যে, কতক একক ব্যক্তিও এগুলোর সুযোগ নিচ্ছে এবং এ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর আমল করছে। সাম্প্রতিক লন্ডনের রাস্তায় এক নিরীহ ব্রিটিশ সৈন্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে এর একটি উদাহরণ। এটি ছিল এমন এক হামলা যার সাথে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও নেই; বরং ইসলামের শিক্ষা এমন কাজকে ঘোরতর নিন্দা জানায়। কতক তথাকথিত মুসলিম তাদের হীন উদ্দেশ্যসমূহ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যার চর্চা করে আসছে। এমন কুচক্র ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আর বিভ্রান্ত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যকে স্পষ্ট করে দেয়। আমি আরও বলতে চাই যে, কতক স্থানীয় গোষ্ঠী এতে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তা সঠিক নয় এবং তা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করতে পারে।

আমরা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে যে বিশ্বাসের দাবি করছি তার সপক্ষে কী দলিল রয়েছে? অন্তর্নিহিত যে বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক তা এই যে, ইসলামে অস্ত্র ধারণ বা বল প্রয়োগের অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হয়েছে যখন বিরোধীদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের সূচনা করা হয়। আজকের পৃথিবীতে কেউই, কোন দেশ বা কোন ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে কেবলধর্মীয় ভিত্তিতে বাহ্যিক যুদ্ধ পরিচালনা করছে না। তাই, মুসলমানদের পক্ষে ধর্মের নামে অন্য কারো ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা এটি কুরআনের শিক্ষার স্পষ্ট লঙ্ঘন।

কুরআন কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করে ও তরবারী ধারণ করে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যদি কোন নাগরিক তার নিজ দেশ বা স্বদেশীর কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে প্রয়াসী হয় তবে সে স্পষ্টতঃ ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী আচরণ করে। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন নিরীহ ব্যক্তির রক্তপাত করে সে মুসলমান নয়। মহানবী (সা.) এমন ব্যক্তিকে ঈমানে দুর্বল ও পাপিষ্ঠ হিসেবে গণ্য করেছেন।

আমি এখন ইসলামের অন্য কতক আঙ্গিকের দিকে দৃষ্টি ফেরাব যেগুলো প্রমাণ করে যে, এর শিক্ষাসমূহ আসলেই কতটা আলোকিত ও বিশুদ্ধ। আমি ব্যাখ্যা করব

যে, কতক তথাকথিত মুসলিম গ্রুপ ইসলামকে যেভাবে উপস্থাপন করে তা কোনক্রমেই এ ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে না। এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাদের কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলামের নামের মিথ্যা ব্যবহার করে তাদের ঘৃণাপূর্ণ কাজকে বৈধতা দান করা।

ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম যা অন্য কোথাও পাওয়া অসম্ভব। অন্যান্যদের মধ্যে এ বিশ্বাসের প্রবণতা দেখা যায় যে, অন্যান্য ধর্মকে মিথ্যা সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত তাদের নিজ ধর্মকে সত্য প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির মানুষের কাছে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নবীগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সকল নবীকে ভালবাসা ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা দিয়ে তিনিই পাঠিয়েছেন, তাই প্রকৃত মুসলমান হিসেবে তাদেরকে স্বীকৃতি দান করা আবশ্যক। অন্য কোন ধর্ম এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মবিশ্বাস ও সকল জাতির প্রশংসা করে নি। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে, সকল দেশের সকল জাতির কাছে নবী প্রেরিত হয়েছে, তাই খোদা তা'লার কোন নবীকে অসম্মান, বিদ্রূপ বা অবমাননা করা সম্ভব নয়, আর কোন ধর্মের অনুসারীদের অনুভূতিতে আঘাত হানাও অসম্ভব।

তথাপি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোন কোন অমুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি এর একেবারে বিপরীত। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-কে ঘোরতর বিদ্রূপ ও অপমান করার কোন সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না, আর এভাবে মুসলমানদের অনুভূতিকে গভীরভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। আমরা আমাদের অনুসৃত বিশ্বাসের কারণেই সত্য সত্যই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সমঝোতা কামনা করি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যখন কতক শ্রেণি মুসলমানদের অনুভূতি নিয়ে খেলা করে, এর পরিণামে কতক তথাকথিত মুসলিম এ উস্কানির উত্তরে এক সম্পূর্ণ ভুল ও দায়িত্বহীন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। তাদের প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যুত্তরের সাথে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই আর আপনারা দেখবেন যে, কোন আহমদী মুসলমান, তাদেরকে যতই উস্কানি দেয়া হোক না কেন, কখনই এমন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে না।

আরেকটি বড় অভিযোগ যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এবং কুরআনের বিরুদ্ধে করা হয় তা হল, ইসলামে চরমপন্থিতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর ইসলামের বাণীর প্রচারের জন্য বল প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ অভিযোগটি যাচাই করে প্রকৃত বাস্তবতার অনুসন্ধানে আসুন আমরা কুরআনের মধ্যেই দৃষ্টিপাত করি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

"এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে তারা ঈমান আনতো। সুতরাং তুমি কি লোকদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে?" *(সূরা ইউনুস: ১০০)*

এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সকল শক্তির অধিকারী খোদা তা'লা সহজেই সকল মানুষকে বাধ্য করতে পারতেন একই ধর্ম গ্রহণ করতে; কিন্তু এর বদলে তিনি পৃথিবীর মানুষকে নিজের পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন– বিশ্বাস করার বা না করার।

আর যদি খোদা তা'লা মানুষকে এ নিজের পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন, তবে মহানবী (সা.) বা তাঁর অনুসারীর পক্ষে জোরপূর্বক বা বল প্রয়োগ করে কাউকে মুসলমান বানানো কিভাবে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে আরও বলেন:

"...এটি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সমাগত সত্য; অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক...।" *(সূরা আল কাহ্‌ফ: ৩০)*

এটিই ইসলামের বাস্তবতা ও প্রকৃত শিক্ষা। যদি কোন ব্যক্তির অন্তর আকাঙ্ক্ষা করে তবে সে ইসলাম গ্রহণ করার স্বাধীনতা রাখে, কিন্তু যদি তাদের হৃদয় না চায়, তবে তারা একে অস্বীকার করার বিষয়েও স্বাধীন। তাই ইসলাম পরিপূর্ণভাবে বলপ্রয়োগ ও চরমপন্থিতার বিরোধী; বরং এটি সমাজের সকল পর্যায়ে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার তাগিদ দিয়ে থাকে। ইসলামের পক্ষে সন্ত্রাস বা বলপ্রয়োগের শিক্ষা দেয়া খুবই অসম্ভব কেননা খোদ 'ইসলাম' শব্দের অর্থই হল, শান্তিতে থাকা এবং অন্য সকলের জন্য শান্তির ব্যবস্থা করা। তথাপি যখন আমাদের ধর্মীয় অনুভূতির ওপর বিদ্রূপাত্মক আঘাত করা হয়, এটি আমাদের জন্য গভীর মর্মপীড়া ও বেদনার কারণ হয়। মহানবী (সা.) সম্পর্কে অসম্মানজনক কোন উচ্চারণ আমাদের হৃদয়গুলোকে বিদীর্ণ ও ক্ষত-বিক্ষত করে।

মহানবী (সা.) ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যিনি আমাদের অন্তরে খোদা তা'লার জন্য ভালবাসা ও তাঁর সৃষ্টির জন্য ভালবাসার জন্ম দিয়েছেন। তিনিই তো সেই ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের মাঝে সমগ্র মানবজাতি ও সকল ধর্মের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা গেঁথে দিয়েছেন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার সপক্ষে মহানবী (সা.) যখন ইসলামের বাণী তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের নিকট প্রচার করেন তখন তাদের প্রদত্ত উত্তরের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কীইবা হতে পারে। তারা এ কথা বলে নি যে, ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে মহানবী (সা.) তাদেরকে কোন অন্যায় বা নিষ্ঠুরতায় নিয়োজিত হতে আহ্বান করছেন। বরং তাদের উত্তর এই ছিল যে, যদি তারা নবীর শিক্ষাকে গ্রহণ করে নেয়, নির্দয় লোকেরা তাদের সম্পদ ও সামাজিক অবস্থান কেড়ে নেবে, কেননা মহানবী (সা.) কেবল শান্তি ও সৌহার্দ্যের ওপর জোর দিয়েছেন। তারা তাদের একটি শংকার কথা স্বীকার করেছেন আর তা হল, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে শান্তি অবলম্বন করার কারণে পার্শ্ববর্তী জনগণ, গোত্রসমূহ বা জাতিসমূহ এর সুযোগ নিবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করবে। যদি ইসলাম সন্ত্রাসের শিক্ষা দিয়ে থাকত, আর মুসলমানদেরকে তরবারি ধারণ ও যুদ্ধ করার

আহ্বান জানাত, তবে স্পষ্টতই অবিশ্বাসীরা এ যুক্তি উপস্থাপন করত না। তারা বলত না যে, তারা ইসলামকে এ জন্য গ্রহণ করতে পারছে না যে, তাদের আশঙ্কা যে ইসলামী শান্তিপূর্ণ শিক্ষা দুনিয়াদারী লোকদের হাতে তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণবাচক নাম হল, 'আস-সালাম' যার অর্থ তিনি 'শান্তির উৎস'। স্বভাবতই যদি খোদা তা'লা প্রকৃতই 'শান্তির উৎস' হয়ে থাকে তবে তাঁর শান্তি, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে সকল সৃষ্টি ও সমগ্র মানবজাতিকে পরিবেষ্টন করা উচিত। যদি খোদা তা'লার শান্তি কেবল কতক মানুষকে রক্ষা করার জন্যই হয়ে থাকে তবে এ কথা বলা যায় না যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য এক খোদা। আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়টির উত্তর পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

"তাঁর এই (বারংবার) আর্তনাদের কসম, যখন তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এরা এমন এক জাতি যারা ঈমান আনছে না।' সুতরাং, তুমি তাদের উপেক্ষা কর, এবং বল 'সালাম'; অতঃপর অচিরেই তারা জানতে পারবে।" (সূরা আয্ যুখরুফ: ৮৯-৯০)

এ কথাগুলো স্পষ্ট করে যে, মহানবী (সা.) এমন এক শিক্ষা এনেছিলেন যা সকল মানুষের জন্য দয়া ও সহানুভূতির উৎস ছিল আর সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ছিল। এ আয়াত আরও বলে যে, মহানবী (সা.)-এর শান্তির বাণীর প্রত্যুত্তরে তাঁর বিরোধীরা কেবল তাঁর শিক্ষাকেই অস্বীকার করে নি; এমনকি তাঁকে বিদ্রূপ ও অপমানও করেছে। বরং তারা আরও অগ্রসর হয়ে শত্রুতামূলক মনোভাবের সাথে তাঁর বিরোধিতা করেছে এবং বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। এ সবকিছুর পর মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে মিনতি করেছেন যে, আমি তাদেরকে শান্তি দিতে চাই, কিন্তু তারা আমাকে শান্তি দেয় না। কেবল তাই নয়, তারা আমাকে যন্ত্রণা ও মনোকষ্ট দেয়ার জন্যও জোর চেষ্টা চালাতে থাকে।

উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তারা যা বলে তা উপেক্ষা কর আর তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমার কাজ কেবল ছড়িয়ে দেয়া এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাদের ঘৃণা আর সীমালঙ্ঘনের প্রত্যুত্তরে কেবল বলবে **"তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক"** আর তাদেরকে জানাবে, তাদের জন্য তুমি শান্তি নিয়ে এসেছো।

তাই, মহানবী (সা.) তাঁর পুরোটা জীবন বিশ্বে কেবল শান্তি বিস্তার করেই কাটান। এটিই ছিল তাঁর মহান উদ্দেশ্য। নিশ্চিতভাবে একদিন আসবে যখন পৃথিবীর মানুষ বুঝবে এবং অনুধাবন করবে, তিনি চরমপন্থিতার কোন শিক্ষা নিয়ে আসেন নি। তারা অনুধাবন করবে, তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল শান্তি, ভালবাসা ও দয়ার এক বাণী।

উপরন্তু, যদি এ মহান নবীর অনুসারীরাও নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়- অবিচারের উত্তর একই রকমের প্রীতি ও ভালবাসার সাথে দেন, তবে সন্দেহাতীতভাবে ঐসকল ব্যক্তি যারা ইসলামের মহান শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন, তারা একদিন এর সত্যতা ও সৌন্দর্যের বিষয়ে নিশ্চিত হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ শিক্ষাসমূহ অনুসরণ ও ধারণ করে থাকে। এটি এই সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির শিক্ষা যা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে প্রচার ও প্রসার আমরা করে থাকি। মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত দয়া ও মহানুভবতার ঐতিহাসিক ও অতুলনীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ আমরা করে থাকি। যেখানে বছরের পর বছর সবচেয়ে কঠিন ও বিভীষিকাময় অত্যাচার ও নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার পর তিনি মক্কার গলিতে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহু বছর তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে খাদ্য ও পানির মত মৌলিক চাহিদা পূরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে আর বহু দিন বুভুক্ষু অবস্থায় তাঁদেরকে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। তাঁর অনুসারীদের অনেকেই আক্রমণের শিকার হয়েছেন আর কতককে এমন বর্বর ও নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে যা কল্পনা করাও কারো জন্য সম্ভব নয়। মুসলিম বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদেরও ছাড় দেয়া হয় নি; বরং তাদের সাথেও বীভৎস ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। তবু যখন মহানবী (সা.) বিজয়বেশে মক্কা প্রত্যাবর্তন করলেন, তিনি প্রতিশোধ চান নি। বরং এর বিপরীতে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আজ তোমাদের কারো জন্য শাস্তি নয়, কেননা আমি তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করেছি। আমি ভালবাসা ও শান্তির দূত। আল্লাহ্ তা'লা গুণবাচক নাম 'শান্তির উৎস'-এর সর্বোচ্চ জ্ঞান আমার নিকট-তিনিই সেই সত্তা যিনি শান্তি দান করেন। তাই আমি তোমাদের সকল অতীত সীমালঙ্ঘনকে ক্ষমা করছি আর আমি তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার এক নিশ্চয়তা প্রদান করছি। তোমরা মক্কায় বসবাস করার বিষয়ে স্বাধীন আর নিজ ধর্ম পালন করতেও স্বাধীন। কারো ওপর কোন প্রকার জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করা হবে না।

অস্বীকারকারীদের মধ্যে সবচেয়ে কট্টর কয়েকজন মক্কা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন শাস্তির ভয়ে, কেননা তারা জানতেন যে, মুসলমানদের ওপর নিষ্ঠুরতায় তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, সহমর্মিতা ও অনুগ্রহের এ অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও শান্তি ও সৌহার্দ্যের অনন্য নিদর্শন দেখে, ঐসব কাফেরদের আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে ফিরে আসার পয়গাম পাঠান। তাদেরকে জানানো হয় যে, মহানবী (সা.) শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই বণ্টন করেন নি। তাই তারা মক্কায় ফিরে আসে। যারা ইসলামের সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু ছিলেন তারা যখন স্বচক্ষে মহানবী (সা.)-এর মহানুভবতা ও অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করলেন তখন তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আমি যা বর্ণনা করেছি তা ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে এবং অমুসলিম ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সঠিক হওয়ার বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন। এগুলোই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর মহান উদাহরণ। তাই ইসলাম ও এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ওপর সন্ত্রাসের তকমা লাগান আর এমন সব অভিযোগ আনা এক নিষ্ঠুর অন্যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেখানেই এমন মিথ্যা অভিযোগ করা হয়, আমরা গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ হই।

আমি আজ এটা আবারও বলব যে, বর্তমানে আমাদের সম্প্রদায়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অথ্যাৎ ইসলামের আদি ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা অনুসরণ করে তদনুযায়ী জীবন যাপন করছে। সেই সাথে বলব যে, কতক চরমপন্থী সংগঠন বা একক ব্যক্তি যে ঘৃণাপূর্ণ অপকর্ম করে তার সাথে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দূরতম সম্পর্কও নাই।

প্রকৃত ন্যায় এটি দাবি করে যে, কতক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র স্বার্থকে যেন তাদের ধর্মের শিক্ষার ওপর আরোপ করা না হয়। এমন আচরণকে কোন ধর্মের বা তার প্রতিষ্ঠাতার ওপর অন্যায় অভিযোগের বাহানা বানানো উচিত না। সময়ের জরুরী দাবি, এই বিশ্ব শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার মানসে, সকল মানুষ একে অপরের এবং সকল ধর্মের প্রতি যেন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করে। নতুবা বিকল্প পরিণতি যেগুলো রয়েছে সেগুলো অত্যন্ত ভয়াবহ।

আজ পৃথিবী এক বিশ্ব-পল্লীতে পরিণত হয়েছে। তাই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং শান্তির প্রয়াসে একতাবদ্ধ হতে না পারার ফলে কেবল স্থানীয় এলাকা, নগরী বা দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বরং পরিণামে পুরো বিশ্বের ধ্বংসের কারণ হবে। আমরা সকলে গত দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত আছি। কতক দেশের আচরণের কারণে এ চিহ্ন আজ প্রকাশিত যে, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধে আজ দিগন্তরেখায় উঁকি দিচ্ছে।

যদি একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে যায় তবে পশ্চিমা জগতও এর সদূরপ্রসারী ও ভয়াবহ পরিণাম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হবে। আসুন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকাময় বিধ্বংসী পরিণাম থেকে রক্ষা করি। স্পষ্টতই সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে পরমাণু যুদ্ধ, আর নিঃসন্দেহে যেভাবে বিশ্ব সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়ার বাস্তবসম্মত ঝুঁকি রয়েছে। এ বিভীষিকাময় পরিণাম এড়াতে হলে, আমাদের ন্যায়, সাধুতা ও সততা অবলম্বন করা উচিত আর সেই সকল গোষ্ঠী যারা ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করতে চায় তাদের দমন ও বিফল করতে সমবেতভাবে কাজ করা উচিত।

এটি আমার প্রত্যাশা ও দোয়া যে, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের বড় বড় পরাশক্তিকে এ লক্ষ্যে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণভাবে পালন করার সৌভাগ্য দান করবেন, আমিন।

শেষ করার পূর্বে আমি আরও একবার এ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আপনারা যে সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে আশীষমণ্ডিত করুন।

আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ।

কবিতা

মদিনার পথে

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আজ চললাম মদিনার পথে
মন চায় রাসূলকে পেতে ॥

পুলক শিহরণ লাগে– মুহাম্মদের বাগে
পাপী মনে যেতে-যেতে আশা জাগে,
দরুদে সাজাব মন নাযরানাতে।
আজ চললাম মদিনার পথে ॥

প্রেমের সিজদাহ'তে, রিয়াযুল জান্নাতে
দিবানিশি আমি কাঁদি পাক-সাফ হতে,
ক্ষমা কর প্রিয় রাসূলের বরকতে।
আজ চললাম মদিনার পথে ॥

তাজদারে হারাম– এক নিগাহে কারাম
তুমি দাও হে গরিবেরে তৃপ্তি পরম,
আমি তোমারই– নেই আর কারো সাথে।
আজ চললাম মদিনার পথে ॥

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্
কোটি সূর্যসম, খাতামুল আম্বিয়া,
এই প্রাণ কুরবান সদাই কুরআন পাঠে।
আজ চললাম মদিনার পথে ॥

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলে
মুহাম্মাদিন– দরুদে স্মরি যাকে,
সাইয়্যেদুল মুরসালিন– তখতে নবুওয়্যাতে।
আজ চললাম মদিনার পথে ॥

***

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা– বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুতর ইস্যু

ডাচ জাতীয় পার্লামেন্ট, বিনেনহফ, দি হেগ, নেদারল্যান্ডস্, ২০১৫

পটভূমি

৬ অক্টোবর ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ (আই.) দেশটির রাজধানী ডেন হাগ (দি হেগ)-এ দি নেদারল্যান্ডস্ (হল্যান্ড)-এর জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্র বিষয়ক স্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক বিশেষ সভায় শতাধিক গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা করেন। মি. ভ্যান বোমেল সম্মানিত হুযূরকে সংসদে স্বাগত জানান ও কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি উপস্থিত বিদেশী সাংসদ, রাষ্ট্রদূতবৃন্দ এবং আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, আয়ারল্যান্ড, মন্টিনিগ্রো, স্পেন ও সুইডেন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সকলকে স্বাগত জানান।

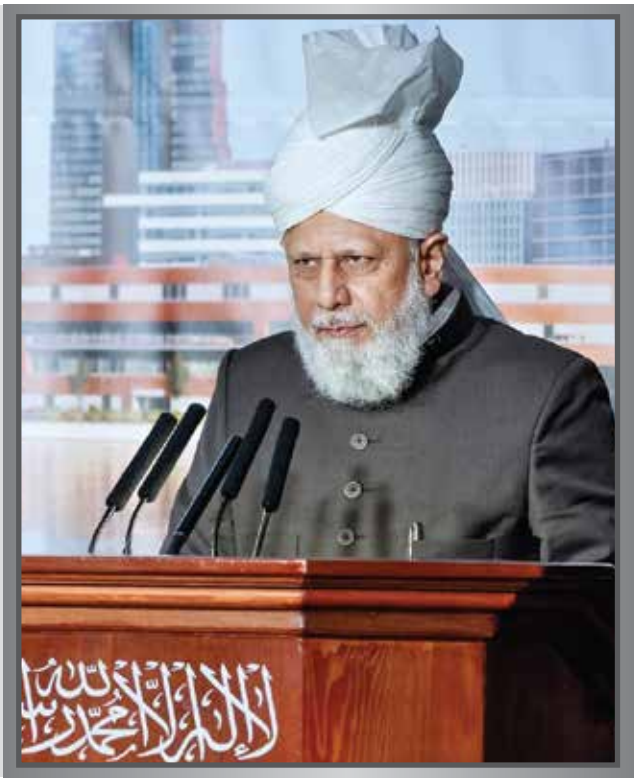

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম– আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! **আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু–** আল্লাহ্ তা'লার শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের প্রতি বর্ষিত হোক।

প্রথমে এ সমাবেশের উদ্দেশ্যে আমাকে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।

আজকের পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, কতক ইস্যুকে সবসময়ই হাইলাইট করা হচ্ছে এবং আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকেই বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।

তারা বর্তমান বিশ্ব সংকট নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যদি আমরা পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করি, আমরা অনুভব করব যে, প্রতিটি অতিক্রান্ত দিনের সাথে এ পৃথিবী ক্রমাগতভাবে অস্থিতিশীল এবং বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে এবং এর জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অর্থনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা যা পৃথিবীর বহু অংশকে প্রভাবিত করেছে এর একটি বড় কারণ হতে পারে।

আরেকটি সম্ভাব্য মৌলিক কারণ হল, কতক বিশ্ব নেতা কর্তৃক তাদের নিজেদের জনগণ এবং অন্যান্যদের প্রতি প্রদর্শিত অবিচার। আরেকটি কারণ হতে পারে যে, কতক ধর্মীয় নেতা বৃহত্তর ও সার্বিক কল্যাণের ওপর তাদের নিজেদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন এবং তাদের দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করছেন না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশ্বের ধনী ও গরিব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈষম্য সংঘাতেরও একটি বড় কারণ হতে পারে।

এটি লক্ষণীয় যে, শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ প্রায়ই গরীব দেশগুলোকে তাদের সম্পদের যথাযথ অংশ না দিয়েই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হতে চায়। সুতরাং সম্ভাব্য কারণ সমূহের এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে যার কারণে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে আমি মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করেছি। কারণ যাই হোক না কেন, আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, এই প্রজন্মের জন্য বিশ্বের শান্তির অভাবই হল সবচেয়ে সংকটপূর্ণ ইস্যু। এটি শোনার পরে, আপনারা অনেকেই প্রত্যুত্তরে এ কথা বলতে পারেন যে, মুসলিম দেশগুলোতে আমরা সবচেয়ে বেশি অস্থিতিশীলতা দেখতে পাই আর বিশ্বের শান্তির অনুপস্থিতির সকল সমস্যার গোড়া সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে যা আমরা মুসলিম বিশ্বে দেখতে পাই।

নিশ্চয়ই যেহেতু আমি বিশ্বজনীন মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি– আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নেতা, হয় তো আপনাদের বিবেচনায় এর মধ্যে আমারও কিছু দায় থাকবে। হতে পারে আপনাদের এও বিশ্বাস যে, চরমপন্থী গোষ্ঠীসমূহের জন্ম এবং সন্ত্রাসবাদের উত্থান প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু ইসলামকে এমন অরাজকতা ও বিদ্বেষের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

এ মূহুর্তে ধর্মসমূহের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই, তবে এটি বলাই যথেষ্ট যে, যদি আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে সকল ধর্মের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে আমরা দেখি যে সময়ের সাথে সাথে সকল ধর্মের অনুসারীরা এর আদি শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং এর ফল স্বরূপ অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও সংঘাতের সূচনা হয়েছে। মানুষ নিহত হয়েছে এবং গুরুতর নৃশংসতা সাধিত হয়েছে।

এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে, আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিই যে, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানেরাও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এর ফলে অস্থিরতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব ঘটেছে, যা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও অবিচারের জন্ম দিয়েছে। তবে, একজন প্রকৃত মুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলামের বর্তমান নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখে আমার ঈমান দুর্বল হয় না।

এর কারণ এই যে ১৪০০ বছরের বেশি সময় পূর্বে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ধীরে ধীরে ইসলামের শিক্ষাসমূহ বিকৃত হবে এবং মুসলমানগণ নৈতিক অধঃপতনের এক যুগে প্রবেশ করবে। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন আধ্যাত্মিক অমানিশার সময়ে মানবজাতিকে ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এক সংস্কারককে পাঠাবেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) রূপে।

যেভাবে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে ইসলামের আদি এবং পরিপূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন। তাই আমরা আহমদী মুসলমানেরা তাদের মধ্যে নই যারা আজকের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে বা এতে অংশ নিচ্ছে। বরং আমরা সেই সকল মানুষ যারা পৃথিবীতে শান্তি কামনা করি।

আমরা আহমদী মুসলমান যারা বিশ্বকে নিরাময় করতে চাই, মানবতাকে একতাবদ্ধ করতে চাই, সর্বপ্রকার বিদ্বেষ ও শত্রুতাকে ভালবাসা ও সৌহার্দ্যে রূপান্তরিত করতে চাই। আর নিশ্চিতভাবে, আমরাই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকি। এক ধর্মীয় নেতা হিসেবে আমি বলতে চাই যে, একে অপরকে দোষারোপ ও উস্কানি প্রদানের পরিবর্তে আমাদের প্রকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী বিশ্ব শান্তি গড়ার বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা একটি অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি আবশ্যক যে, মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে তাদের নিজ সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী অবলম্বন ও অনুসরণের জন্য চেষ্টা করে। তিনি বলেন যে, এটিই হল সেই পথ যা মানবজাতির ধারাবাহিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে। আর তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, মানবজাতির দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি খোদা তা'লার গুণাবলী অবলম্বন এর সাথে সরাসরি যুক্ত কেননা তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমেই সকল প্রকার শান্তি উৎসারিত হয়।

এই বিষয়টি পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াতটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তিনি যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক'। এর অর্থ হল তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সকল প্রকার সৃষ্টির রিযিকদাতা, পালনকর্তা এবং মালিক। তিনি কেবল মুসলমানদের প্রভূ নন বরং তিনি খ্রিষ্টানদের, ইহুদিদের, হিন্দুদের আর সকল মানুষের প্রভু। তাদের ধর্ম বা বিশ্বাস যাই হোক না কেন।

তাঁর সৃষ্টির প্রতি খোদা তা'লার ভালোবাসা অতুলনীয় এবং অনন্য। এছাড়াও তিনি পরম করুণাময় এবং বার বার দয়াকারী। তিনি শান্তির উৎস। তাই যখন ইসলাম নির্ধারণ করে দেয় যে একজন মুসলিমের খোদা তা'লার গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করা উচিত, তখন একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য অন্যের ক্ষতি করা অসম্ভব হয়ে যায়। বরং একজন প্রকৃত মুসলিমের ধর্ম বিশ্বাস তাকে বাধ্য করে যেন সে সমগ্র মানবজাতিকে ভালোবাসে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্মান, ভক্তি ও সহানুভূতির আচরণ করে।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয়ে থাকে, তাহলে কুরআন কেন যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে? কিন্তু সেই অনুমতিকে তার যথাযথ প্রেক্ষাপটে এবং আমি যা ব্যাখ্যা করেছি তার আলোকে অনুধাবন করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি বজায় রাখার গুরুত্ব ও মূল্য সর্বাধিক। আর কতক ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী শান্তি নিশ্চিত করার জন্য শাস্তি অথবা সতর্কবাণীর প্রয়োজন রয়েছে।

আর এ দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তখন কেবল একটি রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা হিসেবে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। তাই কতক গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যখন পবিত্র কুরআনকে বা মহানবী (সা.)-কে সন্ত্রাস বা নিষ্ঠুরতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে চান তখন এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি অবিচার। যদি আমরা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর জীবন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে গবেষণা করি তবে আমরা দেখতে পাব যে, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে সকল প্রকার চরমপন্থা ও রক্তপাতের বিরোধী। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমার পক্ষে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়; তদুপরি আমি মৌলিক কতকগুলো ইসলামী শিক্ষার উল্লেখ করব যেগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। আর যেভাবে আমি একটু আগেই বলেছি, ইসলামের দ্বারে আরোপিত একটি মৌলিক এবং সাধারণ আপত্তি এই যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা চরমপন্থা ও যুদ্ধকে উৎসাহিত করে। অথচ সত্য থেকে এর চেয়ে দূরবর্তী আর কোন কথা হতে পারে না।

তাই সূরা আল বাকারার ১৯১ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ দিয়েছেন যে, যুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বৈধ করা যেতে পারে। এ বিষয়টি সূরা আল হাজ্ব-এর ৪০ নম্বর আয়াতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের অনুমতি কেবল তাদেরকে দেয়া হয়েছে যাদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে এবং যাদের ওপর যুদ্ধ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু যেখানে আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম সরকারগুলোকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন, সেটি কেবল ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে।

তাই সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে ইতিমধ্যেই ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান সেখানে তাদের কোন যুদ্ধের সূচনা করার অনুমতি নেই।

সুতরাং কোন মুসলিম দেশের, গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা এর জনগণের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সন্ত্রাস, যুদ্ধ বা অরাজকতায় লিপ্ত হয়। সাধারণভাবে, ইউরোপে এবং পশ্চিমা জগতে সরকারগুলো ধর্মনিরপেক্ষ; তাই একজন মুসলমানের কখনো দেশের আইন ভঙ্গ করার বা সহিংসভাবে সরকারের বিরোধিতা করার বা কোন ধরনের বিদ্রোহাত্মক বা জঙ্গি তৎপরতার সূচনা করার অধিকার থাকতে পারে না।

বস্তুতঃ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসারে, যদি কোন ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, তার প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, তথাপি কোন অমুসলিম দেশে বসবাসকালীন তার কোন প্রকার অবাধ্যতা বা অরাজকতার মধ্যে অংশ নেয়ার অনুমতি নেই, সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হল, সেই দেশ থেকে অন্য এমন কোন দেশে চলে যাওয়া যেখানে তুলনামূলক অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনের সূরা আন নাহলের ১২৭ নম্বর আয়াতে সরকারগুলোকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা কখনো আক্রান্ত হয় তবে তাদেরকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর দিতে হবে এবং কেবল আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। সুতরাং কুরআন খুবই স্পষ্ট যে, শাস্তি সীমিত এবং সংঘটিত অপরাধের সমানুপাতিক হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআনের সূরা আল আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন যে, যদি তোমার বিরুদ্ধবাদীদের মন্দ উদ্দেশ্য থাকে এবং তোমার ক্ষতি করার পরিকল্পনায় রত থাকে, কিন্তু তারপর যদি তারা বিরক্ত হয়ে সমঝোতার দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তোমাকে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ তাদের এই অভিব্যক্তিতে ইতিবাচক সাড়া দিতে হবে এবং এক শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কুরআনের এই শিক্ষাটি একটি মৌলিক নীতি। আজকের পৃথিবীতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় যেখানে বিভিন্ন দেশ অপর কোন দেশের সম্ভাব্য শত্রুতার অনুভূতি থেকে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক নীতিসমূহ গ্রহণ করেছে। মনে হচ্ছে তারা এই নীতির অবলম্বন করছে যে, 'তারা আমাদেরকে ধ্বংস করার পূর্বেই, আমাদের উচিত তাদেরকে ধ্বংস করা।'

কিন্তু ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, শান্তির কোন সুযোগই নষ্ট করা উচিত না এমনকি অতি সামান্য আশাও থাকে তবু চেষ্টা করতে হবে এবং সেটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। সূরা আল মায়েদার ৯ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা দিয়েছেন, কোন জাতির শত্রুতাও যেন তোমাদেরকে ন্যায় ও সমতার আচরণ থেকে দূরে সরতে প্ররোচিত না করে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, সকল অবস্থায় যত কঠিনই হোক না কেন, ন্যায় ও সততার নীতিকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করতে হবে।

এমনকি যুদ্ধের অবস্থাতেও ন্যায় এবং সুবিচার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে যুদ্ধ শেষে বিজয়ীকে ন্যায় আচরণ চালিয়ে যেতে হবে এবং কখনোই অসঙ্গত নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে আমরা নৈতিক মান এবং সততার মাত্রার এমন উচ্চতা দেখতে পাই না; বরং কোন যুদ্ধ শেষ হলে অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে সেই দেশের ওপর অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যা পরাজিত পক্ষের অগ্রগতিকে সীমাবদ্ধ করে এবং সেই জাতিসমূহকে প্রকৃত মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করা থেকে প্রতিহত করে। এমন নীতিসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং এর ফলে নৈরাশ্য ও অস্থিরতা বেড়ে গিয়ে এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সত্য এই যে, প্রতিটি পর্যায়ে যতক্ষণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হবে ততক্ষণ কখনোই টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত রয়েছে তা এই যে, যুদ্ধের অবস্থা ছাড়া মুসলমানদের জন্য কাউকে বন্দী করার অনুমতি নাই। সুতরাং চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীসমূহ যারা কোন কারণ ছাড়াই মানুষকে বন্দী করছে, তারা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী আচরণ করছে। বরং বিভিন্ন প্রতিবেদন

অনুসারে, তারা কেবল বন্দী করছে না বরং তাদের আক্রান্তদের ওপর বর্বরতম নিষ্ঠুরতা পরিচালনা করছে।

এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো যা করছে সেগুলোকে কেবল সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষায় নিন্দা করা যায়। যখন যুক্তিসঙ্গতভাবে কাউকে বন্দী করা হয়, তখনো যেখানে সম্ভব তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া উত্তম। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা আল হুজুরাত এর ১০ নম্বর আয়াতে একটি স্বর্ণালী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি দু'টি জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের উৎপত্তি হয়, তৃতীয় পক্ষসমূহের উচিত মধ্যস্থতা করে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান করে দেয়া।

যদি কোন চুক্তি হয়, আর কোন এক পক্ষ যদি অন্যায়ভাবে অপর পক্ষকে বশীভূত করতে চায় এবং গৃহীত সমঝোতাকে লংঘন করে, তবে অন্যান্য দেশগুলোকে একতাবদ্ধ হয়ে প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে আগ্রাসীকে নিবৃত্ত করতে হবে। তবে একবার যখন আগ্রাসী পক্ষ তাদের আক্রমণ প্রত্যাহার করে তখন তাদেরকে অযথা অপদস্থ বা অযৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত হবে না বরং তাদেরকে সুযোগ দেয়া উচিত যেন একটি স্বাধীন দেশ এবং স্বাধীন সমাজ হিসেবে তারা এগিয়ে যেতে পারে। আজকের পৃথিবীতে এই নীতির অনেক বড় তাৎপর্য রয়েছে বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলো এবং জাতিসংঘের ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর জন্য যেন তারা এর ওপর চলার চেষ্টা করে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি যা সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে তা পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাজ্বের ৪১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে, যদি যুদ্ধের অনুমতি দেয়া না হত তবে মসজিদ গির্জা ইহুদীদের উপাসনালয় মন্দির এবং সকল ধর্মের উপাসনালয়সমূহ বিপদের মধ্যে থাকত। সুতরাং যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলপ্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন তা কেবল ইসলামকে বাঁচানোর জন্য নয় বরং ধর্মকে বাঁচানোর জন্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সকল ধর্মের অনুসারীদের স্বাধীনতা মুক্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট বা বিশ্বাস বেছে নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। আমি পবিত্র কুরআন থেকে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি যেগুলো বিশ্বের সকল প্রান্তে সমাজের সকল স্তরে একতা লালন করার মাধ্যম। এগুলো শান্তির সোনালী চাবি যা পবিত্র কুরআন এ পৃথিবীর মানুষকে দিয়েছে।

এগুলোই সেই শিক্ষা যা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের, মহানবী (সা.) এবং তার প্রকৃত সাহাবাগণ অনুসরণ করেছেন।

তাই উপসংহারে আমি আরও একবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে, বিশ্ব আজ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মরিয়া হয়ে আছে। এটিই আমাদের সময়ের সবচেয়ে জরুরী সমস্যা।

বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সকল দেশ ও সকল জাতির আজ একত্রিত হয়ে ধর্মের নামে বা অন্য কোন উপায়ে যত প্রকার নিষ্ঠুরতা অত্যাচার ও অবিচার সাধিত হচ্ছে সেগুলো কে বন্ধ করতে নিজেদের প্রয়াসে একতাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এরমধ্যে কোন ধর্মের প্রতি বিদ্রুপ প্রকাশ রয়েছে যা অস্থিরতা ও ক্ষোভকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে, আর সেই সকল চরমপন্থী গোষ্ঠীর ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড রয়েছে যারা তাদের অপকর্মের মিথ্যা বৈধতা দানের জন্য ধর্মের নাম ব্যবহার করছে।

উপরন্তু সকল জাতির প্রতি আমাদের আন্তরিক হওয়া উচিত এবং তাদের সহায়তায় প্রয়াসই হওয়া উচিত, যেন প্রত্যেকটি দেশ সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে এবং নিজ সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে। আমরা যে হিংসা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখছি তা সম্পদের উন্মত্ত লোভের ফল। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন এক সুবর্ণ নীতি বর্ণনা করেছে অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়। এই শিক্ষার অনুসরণ করে আমরা বিশ্ব শান্তির প্রসার করতে পারি।

সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায়বিচারের দাবি অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি, ধর্ম, জাতি বা বর্ণ নির্বিশেষে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। আজ আমরা উন্নত বিশ্বের দেশকে দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিতে দেখছি।

এটি অত্যাবশ্যক যে, তারা যেন ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে ও সহায়তা করার চেষ্টা করে আর তাদের নিজ জাতীয় স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনের জন্য কেবল তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সাশ্রয়ী শ্রমশক্তিকে ব্যবহার না করে। সেই দেশগুলিতে তাদের যা আয় হয় তার সিংহভাগ পুনরায় সেই দেশগুলোতে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত এবং এ সম্পদ স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য তাদেরকে ব্যয় করতে হবে। উন্নত দেশগুলি যদি এভাবে কাজ করে তবে এটি কেবল দরিদ্র দেশগুলির পক্ষে উপকারী হবে না বরং পারস্পরিক কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। এটি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং যে হতাশাগুলি তৈরি করছে তা দূর করবে।

এটি সেই ধারণাকে নির্মূল করবে যে, সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলো কেবল নিজেদের পরোয়া করে আর দুর্বল ও দরিদ্রদের সম্পদ থেকে কেবল অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে। উপরন্তু এটি স্থানীয় অর্থনীতি গুলোকে উন্নত করবে এবং পালাক্রমে বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যকে উন্নীত করবে।

অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে এটি বিশ্বজনীন সমাজবদ্ধতা, সহানুভূতি ও মানবতাবোধের অনুভূতি জাগ্রত করার মাধ্যম হবে। আর সর্বোপরি এটি বিশ্বের সত্যিকার শান্তির ভিত্তি হবে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ না দেই তবে আজকের বিশ্ব শান্তির নিদারুণ অবস্থা এমন এক বিপর্যয়কর বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করবে যার দীর্ঘমেয়াদী ফলসমূহ অনুভূত হতে থাকবে এবং ফলস্বরূপ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ এ জন্য আমাদের ক্ষমা করবে না।

এই কথাগুলোর সাথে, এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন যেন বিশ্বে প্রকৃত শান্তি উদিত হয়।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

বিদেশে পড়ালেখা ও উচ্চতর ডিগ্রি

বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা

ড. শাহ মাহমুদ রায়হান

(সিনিয়র লেকচারার, সিনিয়র সাইন্টিফিক এসোসিয়েট। ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি, ওমিকস সেন্টার। ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল মেডিসিন এন্ড বায়োলজি, কাজান ফেডারেল ইউনিভার্সিটি, কাজান সিটি, রাশিয়া)

বিখ্যাত আহমদী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর আব্দুস সালাম স্যার এবং স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ সাহেবের নাম আপনারা হয়ত শুনেছেন। এছাড়া বিরাট বিরাট বিজ্ঞানী যেমন নিউটন, আইনস্টাইন, তাদের মত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীদেরকেও আপনারা ভালোভাবে জানেন। এসকল জ্ঞানী ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদের ন্যায় আমরা নিজেদের তৈরি করা অনেকটা অসম্ভব মনে করি। আমরা ভাবি, এরা তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে, এত বড় মানুষ হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তবে মনে রাখতে হবে, এটি আমাদের মস্ত ভুল। আমরা চেষ্টা না করায় নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় সাফল্যের দিকে অগ্রসর করতে পারি না। আমাদের মনে রাখা দরকার, মহান আল্লাহ্ মানুষকে এমন মস্তিষ্ক দিয়েছেন, যা অন্য প্রাণীকে দেয়া হয় নাই। বিজ্ঞানীদের মতে দৈনন্দিন জীবনে আমরা আমাদের ব্রেনের মাত্র পাঁচ শতাংশ ব্যবহার করি।

কিন্তু প্রতিটি মানুষ ধণী-গরীব বা শিক্ষিত-মূর্খ সবাই এই পাঁচ শতাংশের অধিক ব্যবহার করে নিজেকে মহাজ্ঞানী

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আমি বলবো, যদি আপনি খুবই গরীব পরিবারে জন্ম নেন, আপনার বাবার হাতে এক ফোঁটাও অর্থ বা স্মবল না থাকে, আপনি এই অবস্থা হতে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, মহাকাশচারী বা আরও বড় কেউ হতে পারেন অনায়াসে। এর জন্য আপনার দরকার মাত্র ৪টা জিনিস। প্রথমত: বড় হওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ। দ্বিতীয়ত: কঠোর পরিশ্রম। তৃতীয়ত: অতীত ভুলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া আর চতুর্থত: পরচর্চা বা সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা, সবার সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন ও খোদার ওপর অগাধ আস্থা রাখা। যার ওপর অটল থাকতে হবে।

টার্গেট নিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে যান, কোথা থেকে কীভাবে যে আপনার জন্য সাহায্য নিজেই এসে হাজির হবে তা আপনি বুঝতেই পারবেন না। যেন এক উন্নতির স্রোতের আপনি পড়ে গেছেন আর সেই স্রোতই আপনাকে সাফল্যের

দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে, কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে। যেমন: ১. স্কুল, কলেজ শেষ করতে হবে ২. এস.এস.সি শেষ করতেই হবে আর নিজের একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে, আপনি জীবনে কি হতে চান। প্রফেসর সালাম, নাকি জাতিসংঘের মহাসচীব, নাকি বাংলাদেশের গাগারিন (মহাকাশচারী), নাকি অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণজয়ী ব্যক্তি। লক্ষ্য স্থির করার পর টার্গেট করুন, কোন দেশ ও কোন বিদেশি ভাষা আপনার ভাল লাগে। ছুটির মধ্যে বা অবসর সময়গুলোতে সরকারি ক্লাসে বা দূরবীক্ষণের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দু'টি বিদেশি ভাষা নিজের মাতৃভাষার মত শিখে নিতে পারেন। এইচ.এস.সি পরীক্ষা শেষে আপনার পছন্দীয় একটি বিদেশি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে যান। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ভাষা শিক্ষার উচ্চতর ধাপগুলো পরিপূর্ণভাবে শেষ করুন ঐ দেশের কৃষ্টি কালচার, ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা, বরেণ্য ব্যক্তিগণের কাজ, ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করুন, সেই দেশে পড়াশুনা করতে কি কি ধরণের স্কলারশীপ নেওয়া যায়– সেই তথ্যগুলো ভাষা শিক্ষার সময়ই জেনে নিন ও নিজের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় ও নিজের পছন্দের বিষয়টি (পদার্থ, বায়োলজি, রসায়ন, বিজ্ঞান, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, অ্যারোনটিক্যাল এণ্ড স্পেস ইত্যাদি) বেছে নিন ও স্কলারশীপ লাভের যোগ্য হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করতে থাকুন। বলা বাহুল, অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণের অভ্যাস থাকতে হবে। আপনার অতীব আগ্রহ থাকলে তারাই আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে পারে। স্কলারশীপ পেয়ে গেলে পরিবার বা আত্মীয়স্বজন বা জামা'ত বা কারও কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে হলেও বিমান ভাড়ার ব্যবস্থা করে সেই দেশে চলে যান। মনে রাখবেন, বিদেশে পড়াশুনার সময় বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে আপনাকে নিজের দিকে টানতে চাইবে, আপনার নির্ধারিত লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করতে চাইবে, কিন্তু আপনার একটাই জিনিস মনে রাখতে হবে, তা হল, আপনাকে আপনার কাঙ্খিত লক্ষ্যের শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, পথে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন: হয়ত কারো কারো ক্ষেত্রে পথিমধ্যে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আর্থিক সমস্যা হতে পারে। কিন্তু সাথে সাথেই আপনি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সমস্যাটির সমাধান করে আবার অগ্রসর হতে থাকবেন, এক্ষেত্রে পড়াশুনার ফাঁকে অন্য কাজের মাধ্যমে অর্থের যোগান তৈরি করতে হবে। বলা বাহুল্য, যে কোন মুহূর্তে আপনাকে লক্ষ্যের যেকোন ধাপে অর্থ নিজেই আপনাকে সম্মোহণ করতে পারে, নিজের দিকে টানতে পারে কিন্তু আপনার কাজ হবে এটাকে অগ্রাহ্য করা। মনে রাখবেন, যে টার্গেট পরিপূর্ণ হলে আপনি এমনিতেই ভাল অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। অনেকেই আছে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদের নিজের অর্থ দেখাতে ভালোবাসেন। সেটি করতে গেলে আপনি কখনই বিখ্যাত ব্যক্তি হতে পারবেন না। আশা করি সকল ছাত্র-ছাত্রীগণ জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিকভাবে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়ে একজন যোগ্য জ্ঞানী, ধনী, মানী বাঙালী হয়ে বেড়ে উঠবেন এবং দেশ, জাতি ও বিশ্বের সেবা করে যাবেন।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক- নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

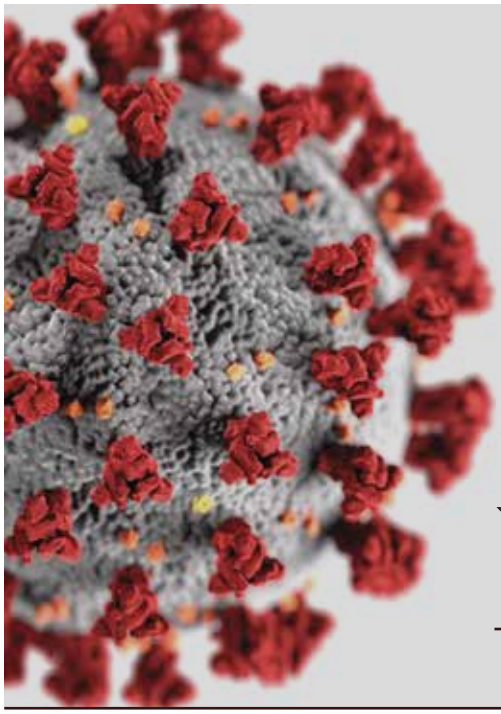

কোভিড-১৯
মানবের প্রতি ঐশী ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলেই প্রতীতি জন্মে

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

১ম কিস্তি

করোনা-আতঙ্ক ক্রমেই চেপে ধরছে সারা বিশ্বকে। রোজ মৃতের সংখ্যা বাড়ছে।

এই নতুন রোগটি মানুষের ফুসফুসের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। এটি চীন থেকে এখন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে। নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে নানা নামে ব্যাখ্যা করা হলেও এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় কোভিড-১৯ যা 'করোনা ভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। মাত্র কয়েক মাসে এই রোগটি গোটা বিশ্বজুড়ে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। চারপাশ জুড়ে শুধুই করোনা আতঙ্ক। হঠাৎ করে যেন সবকিছু বদলে গিয়েছে। আতঙ্কে গৃহবন্দি মানুষজন। ফলে গোটা বিশ্বে এখন শিরোনামে একটাই খবর– ভাইরাস, মৃত্যু, লকডাউন। ইতিমধ্যেই প্রায় দুই কোটি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং প্রায় সাত লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে (৩১ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত)। ক্রমেই বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। এভাবে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে গোটা বিশ্বে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস। ফলে গোটা বিশ্ব আজ ঘরবন্দি। মৃত্যুর আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে বিশ্ববাসীকে।

কিন্তু কোথা থেকে এলো এই ভাইরাস। একের পর এক গবেষণায় উঠে আসছে নানা তথ্য। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রশ্ন। চীনা ল্যাবরেটরিতে এই ভাইরাস জৈব অস্ত্র হিসেবে তৈরি করা হচ্ছিল এমন অনুমান প্রকাশ করেছেন অনেকে। সামনে এসেছে আরও এক নতুন তথ্য। প্যাঙ্গোলিন থেকে ছড়িয়ে থাকতে পারে এই ভাইরাস। চীনে বিক্রি করা হয় এই প্যাঙ্গোলিন। একে খাবার হিসেবেও খাওয়া হয় আবার ওষুধ তৈরির কাজে লাগে। এই প্রাণীর শরীরে করোনা জাতীয় একটি ভাইরাস থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর আগে বাদুড়কে করোনা ভাইরাসের বাহক হিসেবে সন্দেহ করা হয়েছিল। অনেক গবেষক মনে করেন, বাদুড় ও অন্য কোন প্রাণীর মাধ্যমেই মানুষের শরীরে ঢুকেছে এই ভাইরাস।

'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র। সেখানে বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, পশু পাখির বাজারে বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে, তবেই ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা কমবে।

আগামী দিনে চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্যাঙ্গোলিনের ওপর বিশেষ নজরদারি চালাবে বিজ্ঞানীরা। প্যাঙ্গোলিন থেকে কিভাবে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে বা আগামী দিনে তার থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। এরা করোনার মত একটি ভাইরাস বহন করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্যাঙ্গোলিনের আঁশ থেকে ওষুধ তৈরি করে চীনারা। প্যাঙ্গোলিনের মাংসও খায় সে দেশের মানুষ।

প্যাঙ্গোলিন

যাহোক, করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে এখনও চলছে জোর চর্চা। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ এই

সংক্রান্ত একটি তথ্য সম্প্রতি সামনে এনেছে। সেখানে বলা হয়েছে চীনের গবেষণা অনুযায়ী এই ভাইরাসের উৎপত্তি বাদুড় থেকে। আইসিএমআর জানাচ্ছে, হয় বাদুড় থেকে সরাসরি মানুষের শরীরে সংক্রমণ হয়েছে এই ভাইরাস। অথবা বাদুড় থেকে প্যাঙ্গোলিনের শরীরে হয়েছে সংক্রমণ আর সেখান থেকেই এসেছে মানুষের শরীরে।

বাদুড়

আইসিএমআর এর মুখ্য গবেষক ড. রমন আর গঙ্গাখেদকর জানিয়েছেন, বাদুড়ের শরীরে করোনা ভাইরাসের মিউটেশন হয়, এরপরই সেটি মানব শরীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তিনি আরও জানিয়েছেন বাদুড় থেকে প্যাঙ্গোলিনের সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর প্যাঙ্গোলিন থেকেই ছড়িয়েছে মানুষের শরীরে।

সে গবেষকরা আরও জানান এইভাবে ভাইরাসের চরিত্রবদল একটি অত্যন্ত বিরল ঘটনা। বাদুড় থেকে মানুষের শরীরে করোনা সংক্রমণের মত ঘটনা হাজার বছরে একবার ঘটে।

সম্প্রতি আইসিএমআর আরও জানিয়েছে যে, ভারতে বেশ কয়েকটি বাদুড়ের শরীরে পাওয়া গিয়েছে করোনা ভাইরাস। কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, পুদুচেরি ও তামিলনাড়ু ওই বাদুড়ের শরীরে ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ।

যদিও ওই করোনা ভাইরাস ব্যাট করোনা ভাইরাস হিসেবেই পরিচিত। এই ভাইরাস মানব শরীরে সংক্রমণের কোন আশঙ্কা নেই বলেই জানানো হয়েছে ওই গবেষণাপত্রে। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ পত্রিকায় এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। দু'ধরনের প্রজাতির বাদুড়ের শরীরে ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ভারতে প্রায় ১১৭ প্রজাতির বাদুড় দেখা যায়। তাদের মধ্যে আবার ১০০টি উপপ্রজাতির সন্ধান মেলে।

গত ১৩ এপ্রিল প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'বাদুড়ের দেহে করোনা ভাইরাসের সন্ধান করতে আমরা ২০১৮ ও ২০১৯ সালে পি. মেডিয়াস ও রুসেটাস প্রজাতির বাদুড়দের বেছে নিই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে।'

জানা গিয়েছে, কেরালা, কর্নাটক, চণ্ডীগড়, গুজরাট, ওড়িশা, পঞ্জাব ও তেলাঙ্গনা থেকে Pteropus spp. প্রজাতির বাদুড়ের দেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা যায়, বাদুড়ের দেহ থেকে সংগৃহীত সোয়্যাবে ৯৩.৬৯% থেকে ৯৩.৯০% করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে।

এদিকে, শুরু থেকেই চীনা গবেষকদের দাবি, বাদুড় থেকে প্যাঙ্গোলিন এবং সেখান থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস। যদিও এখন পর্যন্ত এর কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলে নি। তবে বলছেন, যে কোনো মধ্যবর্তী প্রজাতির মাধ্যমে বাদুড় থেকে মানব শরীরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে।

কখনও দাবি উঠেছে এই ভাইরাস ছড়িয়েছে সাপ থেকে আবার কেউ বলেছেন বাদুড় থেকে। ইসরায়েলের গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা দাবি করেছেন চীনের গোপন অস্ত্র গবেষণাগার থেকেই করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে। যদিও চীনের তরফ থেকে এই জীবাণু অস্ত্র গবেষণার কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

এরইমধ্যে বিজ্ঞানীরা সামনে এনেছে আরও এক তথ্য। মায়ানমারে বাদুড়ের শরীরে পাওয়া গিয়েছে ছয় রকমের নতুন করোনা ভাইরাস।

'স্মিথসোনিয়ান গ্লোবাল হেলথ প্রোগ্রাম'-এর তরফ থেকে বিজ্ঞানীরা এই গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁরা জানিয়েছেন এই ধরনের করোনা ভাইরাস আগে কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে নতুন পাওয়া এই ভাইরাসের সঙ্গে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হওয়া করোনা ভাইরাসের কোন সম্পর্ক নেই বলেও জানিয়েছেন গবেষকরা।

চীন থেকে শুরু হওয়া এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন, তা অনুযায়ী বাদুড় থেকেই নাকি মানুষের শরীরে সংক্রমণ হয়েছে এই ভাইরাসের। তবে স্মিথসোনিয়ানের গবেষকরা জানিয়েছেন চীনের এই তথ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক গবেষণা দরকার।

সম্প্রতি PLOS ONE নামের একটি সায়েন্স জার্নালে এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে গবেষণায় উঠে আসা এই তথ্য বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট কাজে লাগবে। আগামী দিনে কি ধরনের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে তা জানতে এই গবেষণার ভূমিকা থাকবে।

এই গবেষণার মুখ্য গবেষক মার্ক জানিয়েছেন নতুন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশের সঙ্গে মানুষ আসলে কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর দাবি মানুষের সঙ্গে বন্য প্রাণীদের যোগাযোগ দিনে দিনে বাড়ছে। ফলে এইসব প্রাণীদের শরীরে থাকা ভাইরাস সম্পর্কে যদি জানা যায় তাহলে আগামী দিনের মহামারীর আশঙ্কা কমানো যাবে।

মার্কিন সংস্থার উদ্যোগে চলছে গবেষণা। প্রজেক্টটির নাম PREDICT. এই গবেষকরা সম্প্রতি মায়ানমারে বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন কারণ ওই অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে বন্যপ্রাণী ও মানুষ পাশাপাশি চলে আসছে।

২০১৬ সালের মে মাস থেকে চলছে এই গবেষণা। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭৫০ টি বাদুড়ের লালা রস সংগ্রহ করা

হয়েছে। গবেষকরা মনে করছেন বিশ্বে অন্তত কয়েক হাজার রকমের করোনা ভাইরাস আছে যার মধ্যে অনেকগুলো এখনও আবিষ্কার হয় নি। তবে বেশিরভাগ করোনা ভাইরাস মানুষের শরীরে কোনও প্রভাব ফেলে না বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিজ্ঞরা বলছেন, অদূর ভবিষ্যতেও করোনা প্রকপের শেষ দেখা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি হয়ত এতটা খারাপ থাকবে না। এই ভাইরাসের শক্তি ক্ষয় হবে। মানুষও এই ভাইরাসের সঙ্গে নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে মানিয়ে নেবে। বর্তমানে পৃথিবীতে এরকম অনেক করোনা ভাইরাস এন্ডেমিক হিসেবে থেকে গিয়েছে, সেগুলো অনেক সময় সাধারণ ঠাণ্ডা লাগার কারণ তৈরি করে। এরকম চারটি করোনা ভাইরাস আছে বলে জানিয়েছেন, পঞ্চম হতে চলেছে এই কোভিড ১৯।

কোভিড ১৯: করোনা ভাইরাসের কিছু লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া–

প্রথম বলা হচ্ছিল জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট এগুলিই কোভিড ১৯ এর উপসর্গ। কিন্তু এসব উপসর্গ ছাড়াও নতুন করে আরও ৬ রকমের উপসর্গ দেখা দিতে পারে করোনায় আক্রান্ত হলে। এমনই জানাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যাণ্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর বিশেষজ্ঞরা।

সিডিসির বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এই ৬ টি উপসর্গের মধ্যে রয়েছে, প্রচণ্ড শীত করা, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা, গায় হাত পায় ব্যাথা, মাথার যন্ত্রণা, গলা ব্যথা ও স্বাদ ও গন্ধ না পাওয়া।

আগে বলা হচ্ছিল, জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টই এই প্রাণঘাতী রোগের উপসর্গ। কিন্তু সকলের উপসর্গই এক রকমের নয়। সিডিসি তাদের ওয়েবসাইটে লিখছে, কোভিড ১৯ এ আক্রান্তের নানা রকমের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সামান্য থেকে সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার ২ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গগুলি দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও আরও বিশেষ কয়েকটি উপসর্গের দিকে নজর রাখতে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ লাগা বা ব্যথা হওয়া, নীলচে ঠোঁট বা মুখ এই উপসর্গগুলি দেখলেই চিকিৎসার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।

প্রথমের দিকে বলা হচ্ছিল নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া ও হাঁচিও এর উপসর্গ। কিন্তু সিডিসি জানিয়েছে হাঁচিকে এখনও করোনার উপসর্গ বলা যাচ্ছে না এবং নাক দিয়ে জল পড়া খুব কম রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে।

প্রথমে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্টকে প্রধান উপসর্গ বললেও পরে ওয়াল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) ও সিডিসি জানায় স্বাদ ও গন্ধ না পাওয়া ও ডায়রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ। এছাড়া, বিশেষ করে শিশু ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আর একটি উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। সেটি হল পায়ের পাতা বেগুনী হয়ে যাওয়া।

এছাড়াও ৩০ ও ৪০ বছরের ওপরে যাদের বয়স তাদের আচমকা স্ট্রোকও হচ্ছে কারণ রক্ত ঘন হয়ে যাচ্ছে ও জমাট বাঁধছে। মার্চের শেষের দিকে নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রথম এই উপসর্গ দেখেন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধতে দেখা যাচ্ছে।

চরিত্র পরিবর্তন করে আরও শক্তিশালী হচ্ছে করোনা ভাইরাস

kolkata24x7.com Bengali Desk জানিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের যে আকার বা চরিত্র ছিল, তা বদলাচ্ছে। ফ্লোরিডার গবেষকরা জানাচ্ছেন আরও শক্তিশালী হচ্ছে করোনা ভাইরাস। এই সমীক্ষার ফলাফল বেশ আতঙ্ক বাড়াচ্ছে। গবেষকদের মতে চীনে যখন প্রথম করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে পরিমাণে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিলেন, এখন অনেক দ্রুত ছড়াচ্ছে সেই ভাইরাস।

এর একটাই কারণ, করোনা ভাইরাস আরও শক্তিশালী হচ্ছে। দ্রুত মানবশরীরে প্রবেশের ক্ষমতা ধারণ করেছে। ফলে ক্রমশ ছড়াচ্ছে করোনা। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের ভাইরাসের চরিত্রে বদল দেখা গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। ভাইরাস নিজের সারফেস প্রোটিন বদলাচ্ছে বলে তথ্য মিলেছে। যার জেরেই চরিত্র বদলাচ্ছে করোনা। যে মানব কোষে করোনা জায়গা করতে পারত না, সারফেস প্রোটিন বদলানোর ফলে সেখানেও হামলা চালাতে পারছে করোনা, জানাচ্ছেন গবেষকরা।

এদিকে, দিন কয়েক আগেই দেখা যায় কোন ব্যক্তির মধ্যে করোনার কোন লক্ষণ না থাকলেও, আচমকাই মৃত্যু হচ্ছে তাঁর। পরে দেখা যাচ্ছে, তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশে এই ধরণের মৃত্যু বেশ কয়েকটি হওয়ায় রীতিমত চিন্তায় পড়েছেন রাজ্যের চিকিৎসকরা।

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন রোগির মধ্যে করোনার কোন লক্ষণ না পাওয়া গেলেও, হঠাৎই শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে তাঁর। চিকিৎসার শুরুর আগেই মৃত্যু হচ্ছে রোগির। মেডিকেল রিপোর্ট জানাচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তির থেকে অন্তত ২০০ জন করোনা আক্রান্ত হন, তবে তাঁর এইভাবে মৃত্যু হতে পারে। মেডিকেল পরিভাষায় এই ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে সুপার স্প্রেডার।

উল্লেখ্য, অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার পেডাপুডি ও সংলগ্ন এলাকায় এরকম এক ব্যক্তির সন্ধান মিলেছে, যার নিজের কোনও করোনা লক্ষণ ছিল না। অথচ তিনি সুপার স্প্রেডার ছিলেন। স্থানীয় কাঁকিনাড়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই ধরণের অ্যাসিম্পোটোম্যাটিক রোগিরা প্রাথমিক

ভাবে সুস্থ বলেই মনে করা হয়। কিন্তু ভিতরে বাইরে বিভিন্ন অংশের ক্ষতিসাধন করে চলে। আচমকাই এদের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে চিকিৎসার বিন্দুমাত্র সুযোগও এই ধরণের রোগীরা দেন না এবং মারা যান।

নতুন ধরণের এই বদলের নাম D614G। বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর হার কমলেও ভয়াবহতা একই থাকছে করোনা ভাইরাসের। আপাতত গবেষকরা এই নতুন D614G-র চরিত্র উদঘাটনে ব্যস্ত। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একাধিক নমুনাও এজন্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মারাত্মক এই ভাইরাস হাওয়াতে কয়েক ঘণ্টা এবং কোনও কিছুর উপরের অংশে কয়েকদিন পর্যন্ত সংক্রামক হিসেবে কার্যকর থাকতে পারে। মার্কিন এক সরকারি গবেষণায় এমনটাই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। কভিড-১৯ খ্যাত শ্বাসতন্ত্রের এই রোগ থেকে রক্ষায় নির্দেশ দিতে জাতীয় স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের অধীন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যাণ্ড ইনফেকশাস ডিজিসের (এনআইএআইডি) বিজ্ঞানীরা গবেষণাটি চালান বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

বাড়ি বা হাসপাতালে কাশি বা বস্তুর সংস্পর্শের মাধ্যমে নিত্য ব্যবহার্য কোনও কিছুতে সংক্রমিত ব্যক্তির শরীরে থাকা ভাইরাস প্রতিস্থাপন করে তারা অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, এসবের উপরিভাগে ভাইরাসটি কতক্ষণ টিকে থাকে। ভাইরাসটির নকল তৈরিতে কাশি বা হাঁচির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরল ফোঁটায় যন্ত্রের সাহায্যে অ্যারোসল ছিটিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষণা প্রতিবেদনটি ১৭ মার্চ ২০২০ নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, হাঁচি বা কাশির তরল ফোঁটায় বাহিত হলে অ্যারোসলের মধ্যে নতুন করোনা ভাইরাস অন্তত তিন ঘণ্টা কার্যকর থাকে। প্লাস্টিক ও স্টেইনলেস স্টিলে তিন দিন পরেও ভাইরাসটিকে কার্যকর অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তবে কার্ডবোর্ডে ২৪ ঘণ্টা পরে ভাইরাসটিকে কার্যকর পাওয়া যায় নি। আর তামার মধ্যে নতুন করোনা ভাইরাস অকার্যকর হতে ৪ ঘণ্টা লেগেছে।

অ্যারোসলের ফোঁটায় ভাইরাসটির অর্ধেক (হাফ-লাইফ) অকার্যকর হতে ৬৬ মিনিট সময় লাগে বলে গবেষণা দল খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু আরও এক ঘণ্টা ছয় মিনিট পর ভাইরাসটির মাত্র তিন চতুর্থাংশ অকার্যকর হয়। গবেষক দলের নেতৃত্বে থাকা এনআইএআইডির রকি মাউন্টেইন ল্যাবরেটরির নিল্টজ ভ্যান ডোরেমালেনের মতে, তৃতীয় ঘণ্টার পর কার্যকর ভাইরাসের পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ১২ শতাংশ। আর স্টেইনলেস স্টিলে ভাইরাসটির অর্ধেক কার্যকারিতা হারাতে ৫ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট এবং প্লাস্টিকে ৬ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট সময় লেগেছে বলে গবেষকরা দেখেছেন। কার্ডবোর্ডে ভাইরাসটির অর্ধেক জীবন নেমে আসে সাড়ে তিন ঘণ্টায়। তবে ওই সব ফলাফলে নির্ধারিত ছাঁচ না পাওয়ায় সংখ্যাগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক করেছেন গবেষকরা। ভাইরাসটির সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত জীবন পাওয়া গিয়েছে তামায়, যেখানে ভাইরাসটি ৪৬ মিনিটের মধ্যে অর্ধেক অকার্যকর হয়ে যায়।

kolkata24x7.com-এর রিপোর্ট–

COVID-19 এর নতুন রূপ G614 আরও বেশি সংক্রামকঃ

সংক্রমণের নতুন শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে করোনা ভাইরাস। চীন থেকে যে ভাইরাস ছড়িয়েছিল তার চেয়েও নতুন রূপে আরও শক্তিশালী এই জীবাণু। এটি চিহ্নিত হয়েছে G614 হিসেবে। আন্তর্জাতিক গবেষণা রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই তত্ত্ব।

বিবিসি জানাচ্ছে, চীনে হামলা শুরুর দিকে কোভিড-১৯ ভাইরাস মানুষের শরীরে যতটা সংক্রমিত হত, রূপান্তরের পর বর্তমান জি-৬১৪ ভাইরাসটি তার চেয়েও বেশি সংক্রমিত হচ্ছে। তবে এটি আসল ভাইরাসের চেয়ে মানুষকে কতটা বেশি অসুস্থ করবে সেটা নিয়ে গবেষণা চলছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে গবেষণা চালিয়েছে। মানুষ ও প্রাণীর কোষের উপরে পরীক্ষা চালিয়েছে তারা। দেখা যাচ্ছে যে রূপান্তরিত জি-৬১৪ ভাইরাসটি এখন আগের ভাইরাসের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের সর্বশেষ রিপোর্ট, করোনা ভাইরাসে এখনও পর্যন্ত বিশ্বে অন্তত প্রায় এক কোটি আক্রান্ত এবং মৃত প্রায় পাঁচ লক্ষ (৩১ জুলাই ২০২০)।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনার পরিবর্তিত ভাইরাস জি-৬১৪ সংক্রমণের দিক থেকে আসল ভাইরাসের তুলনায় শক্তিশালী।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের পরিবর্তিত এই ধরনটি সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার ঘটে নাক, সাইনাস ও গলায়। খুব সহজে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এটিকে নির্মূল করতে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

ছোটবেলায়, কিশোর বয়সে দেখতাম রাখালরা গরুর মুখে ঠোনা বা ঠুসি পরিয়ে জমিতে নিয়ে যায়। এর কারণ জানতে চেয়ে জেনেছিলাম, গরু যেন অন্যের ক্ষেতের ফসল না খায়। আর এখন ষাটের বয়সে দাঁড়িয়ে দেখছি, দুনিয়ার তাবত মানুষ মারণ ভাইরাস করোনার আক্রমণ রুখতে গরুর মত ঠোনা (মাস্ক) পরতে বাধ্য হচ্ছে! কিন্তু ঐ ঠোনা পরা

গরু যদি আমাদের মাস্ক পরা অবস্থায় দেখে হেসে বলে, তোমরা মানুষরা গোটা বিশ্বের প্রকৃতিকে গিলে খাচ্ছ, তাই তো সবার মুখে মাস্ক নামের ঠোনা পরতে হচ্ছে আর তোমাদের হাতও অপবিত্র ও নোংরা, যার জন্য বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হচ্ছে।

সৌদি হজ্ব কতৃপক্ষ জানিয়েছে, "এবার হজ্ব পালনকারীরা কাবা শরীফে ও কালো পাথরে চুমু দিতে বা স্পর্শ করতে পারবেন না।" *(দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে প্রকাশিত)*

ঠাট্টা নয়! মানুষ আশরাফুল মখলুকাত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর মহা বিশ্বের তামাম সৃষ্টি আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্ররাজি, সাগর, পাহাড়, নদী-নালা, প্রাণীকুল, জল, বায়ূ, কীট-পতঙ্গ ছাড়াও নাম না জানা আরও অগণিত জীব-জন্তু মানব সেবায় আল্লাহ্ তা'লা নিয়োজিত করে দিয়েছেন। আর মানুষ যাতে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয় সে লক্ষ্যে মানব সভ্যতার শুরু থেকে রহমানুর রাহীম মহান আল্লাহ্ তা'লা পর্যায়ক্রমে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। যারাই সর্বযুগে সমকালীন নবী-রসূলকে গ্রহণ ও বরণ করে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন, আনুগত্য করেছেন তারা ইতিহাসের পাতায় সসম্মানে অমর হয়ে আছেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অবজ্ঞা করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, উপহাস করেছে তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে নূহের জাতি, আদ, সামুদ, লুতের জাতি এবং নমরুদ, ফেরাউন ও কারুনের মত প্রতাপশালী ব্যক্তি। মানুষ পারস্য, রোমের মত বড় বড় সাম্রাজ্য চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখেও শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এখনো যদি মানুষকে সমাগত ঐশী নেতৃত্বের কথা বলা হয়। তার প্রতিনিধি তথা যুগ ইমামের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করা হয়। তখন বলে এখনো সময় হয় নি আর কিয়ামতের আলামত এখন পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় নি। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ কিয়ামত দেখার পক্ষপাতি।

করোনার এই সময়ে স্বাধীন সত্তায় ফিরেছে প্রকৃতি। পৃথিবীর দেশে দেশে তাই প্রকৃতি সাজছে নিত্যনতুন রূপে। দেখা যেতে শুরু করেছে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের।.... প্রায় ১৫ বছর পর চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পারকি সমুদ্র সৈকতে দেখা যাচ্ছে লাল কাঁকড়ার ঝাঁক।... করোনাকালে মানুষ যখন গৃহ বন্দী, তখন সেই অপরূপ লাল কাঁকড়া তাদের গর্ত থেকে মুক্ত পরিবেশে ফিরে এসেছে। *(দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে প্রকাশিত)*

যখন বিশ্বের একটি অংশকেও এক মূহুর্তের জন্য থামানো অসম্ভব তখন

পারকি সমুদ্র সৈকতে লাল কাঁকড়ার ঝাঁক

দেখুন গোটা বিশ্ব দিনের পর দিন, মাসের পর মাস স্তম্ভিত হয়ে থেমে গেছে। থেমে

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ডলফিন

গেছে মানুষের জীবন ব্যবস্থা। জনপদগুলি জন শূন্য, যানবাহন শূন্য সড়ক-মহাসড়ক এবং আকাশ পথগুলো বিমান শূন্য। অপর দিকে মানুষ ছাড়া তামাম সৃষ্টিজগত যেন মন খুলে হাসছে, প্রাণ খুলে মুক্তির শ্বাস নিচ্ছে। বন-জঙ্গলে সবুজের সমারোহ। পশু-পাখিগুলো অনেকটা নিরাপদে বিচরণ করতে পারছে। বিশ্বের বড় বড় পর্যটন ক্ষেত্র– সমুদ্র সৈকতগুলোতে মানুষের কোলাহলের জায়গা দখল করে নিয়েছে ডলফিন আর কোথাও পেঙ্গুইনের দল। খাল-বিল, নদী-নালাও হচ্ছে দূষণমুক্ত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কোভিড-১৯ যেন মানুষের জন্য অভিশাপ আর প্রকৃতির জন্য আশীর্বাদ। বলতে গেলে কোভিড-১৯ অনেক দুঃখ-বেদনার মাঝে মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ, জলবায়ু পরির্তনের জন্য মানবজাতিকে জীবনাচরণে কেমন ভূমিকা রাখতে হবে!... *(চলবে)*

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন। *(খুতবা জুমুআ, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩, বায়তুল ফতুহ্, লন্ডন)*

(সোশাল মিডিয়া, বাংলা সংস্করণ ২০২০, পৃ: ৩৭)

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۲﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۱﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۲﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজান (রা.)-এর উপদেশ

যুক্তরাজ্য লাজনা ইমাইল্লাহর বার্ষিক ইজতেমায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজানের উপদেশাবলীর বরাতে বক্তৃতা প্রদান করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"এখন আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজানের (রা.) কিছু কথা বা কিছু উপদেশ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যা তিনি তাঁর ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বড় কন্যা হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবার বিয়ের পর, স্বামীর ঘরে প্রেরণের সময় তাঁকে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নিজের স্বামীর অগোচরে এমন কাজ, যা স্বামী থেকে লুকানোর প্রয়োজন মনে কর, সেটা কখনও করবে না। স্বামী না দেখুক কিন্তু খোদা দেখে থাকেন আর শেষ পর্যন্ত এমন বিষয় প্রকাশ পেয়ে মহিলাদের আত্মসম্মানকে ধুলিসাৎ করে দেয়। ফলে তার আর কোন মানসম্মান অবশিষ্ট থাকে না। তিনি বলেন, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোন কাজ ঘটেও যায় তাহলে কখনো তা গোপন করবে না বরং স্পষ্ট বলে দিবে। কেননা এতেই সম্মান নিহিত। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে লুকানোর মাঝেই অসম্মান নিহিত থাকে আর অপদস্ত হবার আশংকা থাকে এবং তা নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর হয়ে থাকে।

তিনি আবারও বলেন, স্বামীর রাগান্বিত অবস্থায় কিছু বলবে না। যদি তিনি শিশু বা চাকরবাকরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন আর তুমি বুঝতে পার যে, স্বামী ন্যায় করছেন না এবং তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও যে, স্বামী ভুল করছেন, তবুও সে সময় তার সামনে কিছু বলবে না।

তিনি বলেন, রাগান্বিত অবস্থায় পুরুষের সাথে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়কারী মহিলার মানসম্মান থাকে না। অধিকাংশ ঝগড়াবিবাদ অধৈর্যের কারণে হয়ে থাকে। কেননা

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখান হয় আর এর ফলে ঝগড়া বাড়তেই থাকে। তিনি বলেন, রাগের সময় তোমার নাক গলানোর কারণে তোমাকে যদি কিছু বলে ফেলে এতে তোমার সম্মানহানী হবে। পরে স্বামীর রাগ প্রশমিত হলে ধীরে-সুস্থে অবশ্যই তার ভুল ধরিয়ে দেয়া উচিত। কেননা সংশোধনও আবশ্যক।

পুরুষ ও মহিলাদের এই ব্যবস্থাপত্রও মনে রাখা উচিত, যার উল্লেখ হাদীসে পাওয়া যায়। রাগের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাও অথবা ওযু করে নাও তাহলে রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে। আমার কাছে যেসব অভিযোগ আসে, সেক্ষেত্রে পুরুষদের আমি এটাই বলে থাকি– এ দেশে তো পানির কোন অভাব নেই। তুমি শাওয়ার বা পানির ট্যাপ খুলে তার নিচে মাথা রেখে দেবে, রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে।

যাহোক, হযরত আম্মাজান (রা.) পুনরায় তাঁর মেয়েকে এ উপদেশ দেন, **স্বামীর আত্মীয়দের এবং আত্মীয়দের সন্তানদেরকে আপনজন মনে করবে,** যেমনটি কিনা হাদীসেও উল্লেখ আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতেও আমি বলেছি, একে অন্যের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনকে আপনজন মনে করবে। তুমি কারো মন্দ চাইবে না। কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও তুমি নিজ হৃদয়ে সবার মঙ্গলকামী হবে।

তোমার সাথে কেউ মন্দ ব্যবহার করলে করুক কিন্তু নিজ হৃদয়ে তুমি কখনো কারো মন্দ চাইবে না আর কর্মের মাধ্যমে মন্দের প্রতিশোধ নিবে না; তাহলে দেখবে, খোদা সর্বদা তোমার মঙ্গল করবেন। অধিকাংশ সময় তিনি ছেলেমেয়েদেরকে এ উপদেশও দিতেন, নিজের নতুন ঘরে যাচ্ছ, সেখানে এমন কোন কথা বলবে না, যাতে তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হৃদয়ে ঘৃণা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় আর তা তোমার পিতামাতার জন্য দুর্নাম বয়ে আনে। অতএব, শ্বশুরবাড়ির কোন বিষয়ে কখনও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাদের বিষয়াদি যা ঘটছে তা সেভাবেই ঘটতে দাও। আর শাশুড়ি কিংবা ননদের কথা অভিযোগ আকারে স্বামীর কাছে উত্থাপন করা উচিত নয়।

যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি, হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) ছিলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় কন্যা। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর একটি উপদেশ শোনাতেন, যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তাঁকে এবং অন্যান্য মেয়েদেরকেও শোনাতেন। আমি মনে করি, এই উপদেশ এবং এর ওপর আমলের বিষয়টি পূর্বের চেয়ে বর্তমানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনে পদার্পণকারী বারো-তের বছরের মেয়েদের অবশ্যই এ দোয়া করা উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) তাঁকে অনেকবার বলেছেন, দেখ! আল্লাহ্ তা'লার সামনে কোন লজ্জা নেই। তুমি যে ছোট এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু খোদার কাছে অবশ্যই এ দোয়া করতে থাক যে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে আশিসময় ও পুণ্যবান সাথী দান করেন।

(লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ৪ অক্টোবর ২০০৯; আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯; আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল্, পৃ. ১৫০-১৫২)

সংকলনে:
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

■ গত ০১/০৩/২০২০ মোছাঃ রিয়া, পিতা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ ওয়াদুদ, পিতা: আব্দুল মালেক, গ্রাম+উপজেলা: বাহেরচর, তারানগর, কেরানীগঞ্জ ঢাকা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪৯

■ গত ০১/০৯/২০১৯ শিরিন আক্তার, পিতা: মৃত মাজেদ মিয়া, কর্নেল হার্ট, বিশ্ব কলোনী, ফিরোজশাহ, ৩নং ঝিল, আকবর শাহ, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া, পিতা: মোয়াজ্জেম হোসেন, কাজিরচর, বৈরাগীরচর, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫০

■ গত ১৩/১২/২০১৯ আফশা শামীম, পিতা: এস. এম শামীম, গ্রাম+পোঃ ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ, পিতা: আলিম উদ্দিন আহাম্মেদ, ২৩৩/৪ জে, এন শাহ রোড-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫১

■ গত ১৩/০৩/২০২০ মোবারেকা পুতুল, পিতা: মোহাম্মদ আলীম উদ্দিন, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে শাহ মোহাম্মদ ফয়সাল, পিতা: এস. জি. এম সেলিম, শাহনজিয়াল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫২

■ গত ২০/১২/২০১৯ নুদরত জাহান ঐশী, পিতা- মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী আকন্দ, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর সাথে মুহাম্মদ কাসেম হোসেন পিয়াস, পিতা- আবুল হোসাইন পাটোয়ারী, চরদুখিয়া, চাঁদপুর-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৫৩

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
৪ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১। পিএবিএক্স: ০২ ৫৭৩০০৮০৮, মোবা: ০১৭১১ ৬৪৬৩৭৩

সূত্র: আমুজাবা/রিশতানাতা/০৩ তারিখঃ ৩০ জুন, ২০২০ ইং

সকল স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট
মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান।

রিশতানাতা বিষয়ক জরুরী সার্কুলার

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, লন্ডনের এডিশনাল ওকিলুল তবশীরের স্বাক্ষরকৃত গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার সূত্র T-3584-4R/21-06-20 মারফত জানানো হয়েছে, হুযুর (আই.) একটি আর্ন্তজাতিক রিশতানাতা কমিটি গঠন করেছেন– যাদের উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে তাদের মাঝে সমতার ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা করা। তাই অনুগ্রহ করে জামাতের সকল সদস্য (তাকওয়া ও সততার ভিত্তিতে) নিজ বিবাহযোগ্য সন্তাদের সঠিক জীবন বৃত্তান্ত **www.rishtanatamarkaz.org** এই ওয়েবসাইটে নির্দেশিত ছকে রেজিষ্ট্রেশন করুন।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তরে সরাসরি অথবা **rishtanataamjbd@gmail.com** এই ই-মেইলে জীবন বৃত্তান্তের কপি প্রেরণ করবেন যাতে বাংলাদশেও তাদের তথ্যাবলী সংরক্ষিত থাকে।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হোন, আমীন।

ওয়সসালাম।

খাকসার,

(মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন)
ন্যাশনাল সেক্রেটারি, রিশতানাতা
আমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

4 Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh. Phone: +88 02 57300850
E-mail: amjdhaka2016@gmail.com, Website: www.alislam.org, www.ahmadiyyabangla.org

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা বিভাগের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম

মরকযের রিশতানাতা বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন দেশের বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের জীবন বৃত্তান্ত নিবন্ধনের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। নিম্নে ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম দেয়া হল:

সর্বপ্রথম কম্পিউটার বা মোবাইলের google chrome ব্রাউজারটি open করে Search বারে www.rishtanatamarkaz.org লিখে Search করুন।

Search করার পর ওয়েবসাইটটি open হবে এবং start-এ ক্লিক করুন।

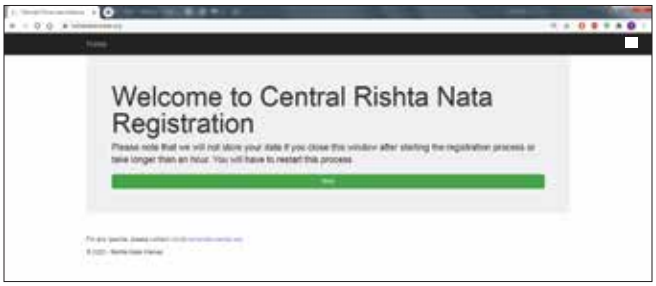

start-এ ক্লিক করার পর নিম্নের পেইজটি open হবে এবং নির্দেশিত তথ্যসমূহ পূরণ করুন।

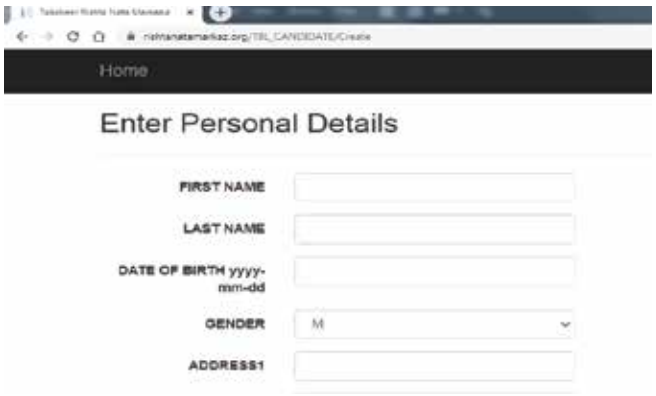

IMAGE-এর Choose File-এ ক্লিক করে ছবি সংযুক্ত করুন। এরপর captcha-তে যে লেখা আসবে তা নিচের বক্সে লিখুন। সবশেষে Save-এ ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন।

সংবাদ

ধানীখোলা জামাতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

গত ২০/০২/২০২০ইং বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টে জনাব ডা. মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন আমাতুল মজিদ সাহেবা। নযম পরিবেশন করেন নিশাত তাসনীম মুনা। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মোজাম্মেল আহমদ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস কী এবং কেন পালন করা হয় এ বিষয়ে আলোচনা করেন সভাপতি সাহেব। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করা হয়।

ধানীখোলা জামাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

গত ২৬/০৩/২০২০ইং বাদ মাগরিব হতে এশা পর্যন্ত স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব জোহায়ের আহমদ। নযম পরিবেশন করেন নিশাত তাসনীম। শুরুতে ইমাম মাহদী (আ.) আগমন সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাল। ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আতিক আহমদ। ২৩ মার্চ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম স্থানীয় মোয়াল্লেম। এরপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করা হয়।

ধানীখোলা জামাতে খেলাফত দিবস পালন

গত ২৯/০৫/২০২০ তারিখ বাদ জুমুআ হতে আসর পর্যন্ত স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব জোহায়ের আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাল। জনাব মোজাম্মেল আহমদ। বিশ্ব আহমদীয়া খেলাফতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচেনা করেন জনাব আতিক আহমদ। নযম পরিবেশন করেন সভাপতি সাহেব। আহমদীয়া জামাতের খেলাফতের ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম স্থানীয় মোয়াল্লেম। তারপর দোয়া ও খাওয়া দাওয়ার পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। ১ জন মেহমানসহ সর্বমোট ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

উথলীতে খেলাফত দিবস পালন

গত ০৫/০৬/২০২০ইং বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত উথলীর উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল মান্নান পিল্টু, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলী। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আতাউল বিশ্বাস সানী, বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহিন, সেক্রেটারী তবলীগ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলী। 'খেলাফতের প্রতি আমাদের কতখানি দায়িত্ব' এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ তাহের খালিদ রুমী, জি, এস। 'খেলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে' আলোকপাত করেন জনাব মসিউর রহমান সাহেব। মহান আল্লাহ্ তা'লা যে খলীফা নিযুক্ত করেন এর ওপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশদভাবে আলোচনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ মসিউর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ্, সবশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার ১১ জন, খোদ্দাম ২ জন ও লাজনা ২ জন মোট ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহিন, সেক্রেটারী তবলীগ

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

১

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমত ও কৃপার ফলে আমাদের প্রথম সন্তান **রাশেদ মাহদী বুখারী**, ঢাকা জামাতের সদস্য, ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত **এস.এস.সি পরীক্ষায় GPA-5 (Golden A+)** পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও। তার **ওয়াকফে নও নং-৫৫৩৩ বি**। আপনারা সবাই তার জন্য খাসভাবে দোয়া করবেন যেন আগামী পরীক্ষাগুলোতেও সে ভালো করতে পারে এবং জামাতের বেশি বেশি খেদমত করতে পারে। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা: মোহাম্মদ বুখারুল ইসলাম বুখারী
মাতা: ডা. ফরিদা ইয়াসমিন

২

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমত ও কৃপার ফলে আমাদের প্রথম সন্তান **লামিয়া রহমান অর্নি**, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের সদস্য, ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত **এস.এস.সি পরীক্ষায় GPA-5 (Golden A+)** পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকফে নও। তার **ওয়াকফে নও নং-৮৭৪০ বি**। আপনারা সবাই তার জন্য খাসভাবে দোয়া করবেন যেন আগামী পরীক্ষাগুলোতেও সে ভালো করতে পারে এবং জামাতের বেশি বেশি খেদমত করতে পারে। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা: ফজলুর রহমান (মুকুল),
মাতা: রায়হানা আক্তার

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে
বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْئٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِىْ وَانْصُرْنِىْ وَارْحَمْنِىْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

New Vol. No. 83 | 1st & 2nd Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st July, 2020 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

Hakim Water Technology & Filter House

Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)

OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.

VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)